ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 January, 2021 ■ আগরতলা, ২১ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৭ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৃষি আইনের ওপর স্থগিতাদেশ জারির প্রস্তাব সরকারের

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি. স.)।। কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ক্রমাগত দিল্লির সীমান্তে বিগত ৫৫ দিন ধরে বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে কৃষকরা। এর মধ্যে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে দশমবারের জন্য বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এবং কৃষক সংগঠনের নেতারা।

বুধবার বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, আলোচনা উন্নত পর্যায় সঠিক দিকেই চলেছে। ২২ জানুয়ারি আশা প্রকাশ করা যায় ঐকমত্যে পৌঁছতে যাবে। নতুন কৃষি আইনের ওপর এক বা দেড় বছরের জন্য স্থগিতাদেশ জারি করার প্রস্তাব বৈঠকে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে। কৃষকরা সরকারের এই প্রস্তাবকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে। ২২ জানুয়ারি এ বিষয়ে তারা নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করবে। বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে কৃষক নেতা দর্শন পাল সিং জানিয়েছেন, আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল নতুন কৃষি আইন এবং ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে এর জন্য একটি কমিটি করা হবে যার সুপারিশ মেনে কাজ করবে সরকার।

ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ টিকিয়াইত জানিয়েছেন, কৃষকদের দাবি খুবই স্পষ্ট এবং এর থেকে পিছিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কৃষিতে কর্পোরেট ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই মূল আন্দোলন। এখানে প্রশ্নের মুখে সরকারের ভূমিকা। যে কোনো ভাবে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ওপর আইন প্রণয়ন করতে হবে সরকারকে। বাতিল করতে হবে নতুন তিনটি কৃষি আইন। সর্বভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হান্নান মোল্লা জানিয়েছেন, সরকারের মানসিকতা এখনও নেতিবাচক। ফলে এমন পরিস্থিতির থেকে নতুন করে কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু সরকারকে এটাও মনে রাখতে হবে কৃষকরা কোন মূল্যেই কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করতে চায় না।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রায় ৫৫ দিন ধরে কৃষি আইনের বিরোধিতায় বিক্ষোভ দেখিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জঙ্গীদের চাঁদা দিতে গিয়ে রইস্যাবাড়িতে তিন ঠিকেদার সহ আটক চার, উদ্ধার ১৫ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী এনএলএফটির সাপেক্ষে চাঁদা আদায় করা এবং সেই টাকা জঙ্গী সংগঠনের হাতে তুলে দেওয়ার প্রাক্কালে গ্রেফতার হলো সীমান্তে বর্ডার সেন্সিং এর কাজে যুক্ত নির্মাণ সংস্থার ৩ ঠিকাদার তথা সহযোগী সহ আরও একজন ব্যক্তি। রইস্যাবাড়ি থানার পুলিশ এই ঘটনায় রাত পর্যন্ত ১১ টা পর্যন্ত মোট চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে মোট ১৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ।তিনজন অভিযুক্তের নাম অমিত ভৌমিক।

তার বাড়ি রাজধানীর এনসিসি থানার ভোলাগীরি আশ্রম এলাকায়। অন্যজনের নাম সুমন মজুমদার বাড়ি খোয়াই থানার সিঙ্গি ছড়ায়। আরেকজনের নাম অর্জুন দেবনাথ।বাড়ি উদয়পুরের আরকে পুর থানা।তারা প্রত্যেকেই এনপিসিসি ঠিকাদার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মামলাটির তদন্ত মোতাবেক রইস্যাবাড়ী থানার লাগোয়া বাজারে ওসি অজিত দেববর্মা এদিন যখন ডিউটি রত ছিলেন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ টিআর০১বিএম/০৭০৭ নম্বরের একটি বোলেরো গাড়িকে বাজার এলাকায় তিনি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটিকে আটক করেন তিনি এবং গাড়িটিকে সার্চ করে তিনজন ব্যক্তির কাছ থেকে মোট ১৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেন। কি কারনে এই টাকা তারা বহন করছিলেন সেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে তাদের কথাবার্তায় কিছু অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। ঠিকঠাক মতো কোনো সদুত্তর দিতে পারছিলেন না। তাদের কথাবার্তায় সন্দেহ হওয়ায় ওসি অজিত দেব বর্মা তাদেরকে থানায় নিয়ে আসে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে সর্প দংশনে আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। গোমতী জেলার উদয়পুরের চন্দ্রপুর সোনাইছড়ি এলাকায় এক শ্রমিক সাপের ছোবলে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। ওই শ্রমিকের নাম তপন জেরিয়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে ওই শ্রমিক সেখানকার একটি রাবার বাগানে কাজ করতে গিয়েছিল। হঠাৎ অন্যান্য শ্রমিকরা লক্ষ করেন তপন জেরিয়া নামে পরিশ্রমিক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা খবর দেন দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা তাকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। সাপের ছোবল এই তার এই গুরুতর অবস্থা বলে জানা গেছে।

ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।উল্লেখ্য রাবার বাগান গুলিতে সাপের আনাগোনা প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। শ্রমিকরা কাজ করতে গিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় পরে। রাবার বাগানে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকদের জীবন সংশয় দেখা দেয়।

উদয়পুরের চন্দ্রপুরের সোনাইছড়ি এলাকায় সাপের ছোবলে আহত হওয়ার ঘটনা তারই প্রমাণ। গোমতী জেলা হাসপাতালে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে।

করোনার টিকা নিয়ে হাসপাতালে তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। করোনার টিকা নেওয়ার পর তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে খবর। তিনজনকেই এজিএমসিতে ভরতি করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারীক জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ধূমপায়ী, একজন অতিরিক্ত মদ্যপান করেছেন। তাছাড়া অন্যজনের খাবারে সমস্যা হয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়া থেকে বাংলাদেশে রেল সংযোগ স্থাপন আগামী সাধারণ বাজেটে হবে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.)।। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর সম্পর্কে আবারও নতুন পালক জুড়তে চলেছে। ত্রিপুরার বিলোনিয়া রেল স্টেশনের সাথে বাংলাদেশের বিলোনিয়া স্টেশন পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হবে। আগামী সাধারণ বাজেটে এ-সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হবে বলে জানিয়েছেন আইন-শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় প্রস্তাবিত বিকল্প রেল রুটের সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের বিলোনিয়া থেকে ফেনি পর্যন্ত রেল চলাচল বর্তমানে বন্ধ। ১৯৯৭ সালে ওই রেলপথে লোকসানের কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশ সরকার যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল। বাংলাদেশের বিলোনিয়া থেকে ফেনি স্টেশনের দূরত্ব প্রায় ২৭ কিমি। মিটারগেজ লাইনে রেল চলাচল করত। কিন্ত এখন বাংলাদেশ সরকার পুনরায় ওই রুটে রেল চলাচল শুরু করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ফলে, মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অবশ্য, ২০১৭ সালে তদানীন্তন বিদেশমন্ত্রী প্রয়াত সুষমা স্বরাজ চিঠি দিয়ে ত্রিপুরা সরকারকে জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের ফেনি পর্যন্ত রেল লাইনটি চালু করার বিষয়ে ভারত সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন-কি, সম্প্রতি ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দুরাইস্বামী এবং দিল্লিস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মহম্মদ ইমরান ত্রিপুরা সফরে এসে জানিয়েছিলেন, দুই দেশের মধ্যে স্বাধীনোত্তর রেল সংযোগগুলি পুনরায় চালু করা বিষয়ে উভয় রাষ্ট্র পদক্ষেপ নিয়েছে।

ত্রিপুরার বিলোনিয়া রেল স্টেশনের সাথে বাংলাদেশের বিলোনিয়া স্টেশনের দূরত্ব মাত্র ৩ কিমি। ফলে, দুই দেশের মধ্যে নতুন রেল সংযোগ স্থাপনে ত্রিপুরার সরাসরি ফেনি পর্যন্ত যোগাযোগ সম্ভব হবে। তাতে ত্রিপুরা দারুন উপকৃত হবে। কারণ, সাব্রুমে মৈত্রী সেতু চালু হওয়ার পর সড়কপথে এবং নিশ্চিন্তপুর ও বিলোনিয়া দিয়ে রেলপথে পণ্য পরিবহণে বিরাট সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। কারণ, নদীপথেও ত্রিপুরা বাংলাদেশ থেকে পণ্য পরিবহণ শুরু করেছে। পরীক্ষামূলকভাবে পণ্য আমদানি হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী সাধারণ বাজেটে বিলোনিয়া থেকে বাংলাদেশের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে পুত্রের জন্মদিনে বিষপানে আত্মহত্যা করলেন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। পুত্রের জন্মদিনে বিষপানে আত্মহত্যা করলেন মা। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতার নাম মধুরিমা চক্রবর্তী। স্বামীর নাম সুপ্রতিম ভট্টাচার্য।বাড়ি বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ এলাকায়। মহিলা শিক্ষিকা। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের নোয়াগাঁও এ কর্মরত।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গত রবিবার তার পুত্রের জন্মদিন ছিল। এদিন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আনন্দ ফুর্তি করে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান ওই মহিলা।বাড়ি থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে লাউগান এলাকায় একটি নির্জন স্থানে গিয়ে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন বলে স্বামীর পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ।

তাকে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও না পেয়ে বিষয়টি বিলোনিয়া থানার পুলিশকে জানান তার স্বামী। অবশেষে লাল রঙের একটি নির্জন এলাকায় তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজনরা। সে অনুযায়ী সেখান থেকে ওই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শান্তিরবাজার হাসপাতাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কিশোরী সুচিতা অভিযান প্রকল্পে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের বিনামূল্যে দেওয়া হবে সেনিটারি ন্যাপকিন

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.)।। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রীদের বিনামূল্যে সেনিটারি ন্যাপকিন দেবে ত্রিপুরা সরকার। তার জন্য কিশোরী সুচিতা অভিযান প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। আপাতত তিন বছরের জন্য শুরু হচ্ছে এই প্রকল্প। এতে খরচ হবে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৪৮ টাকা।

এ-বিষয়ে আজ বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা সরকারের মুখপাত্র শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বাজেট ভাষণে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রীদের সু-স্বাস্থ্যের জন্য বিনামূল্যে সেনিটারি ন্যাপকিন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা তাতে অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন, খোলা বাজারে ১ প্যাকেট সেনিটারি ন্যাপকিনের জন্য খরচ করতে হয় ২৮-৩৫ টাকা। কিন্ত, আশাকর্মী রা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে প্রতি প্যাকেট ৫ টাকা দরে কিনে ৬ টাকা দরে বিক্রি করে থাকেন। তাই এখন ত্রিপুরা সরকারও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কাছ থেকে সেনেটারি ন্যাপকিন ক্রয় করবে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অধীনে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৫২ জন ছাত্রী রয়েছেন। তাঁদের চলতি অর্থ বছর থেকে শুরু করে তিন বছর বিনামূল্যে সেনিটারি ন্যাপকিন দেবে ত্রিপুরা সরকার। তাঁর কথায়, সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত, বেসরকারি এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিনামূল্যে সেনিটারি ন্যাপকিন দেওয়ার জন্য কিশোরী সুচিতা অভিযান শুরু হচ্ছে ত্রিপুরায়। আজ মন্ত্রিসভা এই প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে। তাতে মোট তাতে খরচ হবে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৪৮ টাকা, বলেন মন্ত্রী নাথ।

কেন্দ্রের স্কুল ব্যাগ পলিসি গ্রহণ করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। বুধবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ব্যাগের ওজন কত হবে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক একটি নীতি প্রণয়ন করেছে। এর নাম স্কুল ব্যাগ পলিসি-২০২০। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৬ জনের একটি কমিটি করেছে।

কমিটি নির্দেশ দিয়েছে কোন ক্লাশে স্কুল ব্যাগের ওজন কত হবে। তারা বলেছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্কুল ব্যাগের ওজন হবে ১ কেজি ৬০০ গ্রাম থেকে ২ কেজি ২০০ গ্রাম, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণী ছাত্রছাত্রীদের ব্যাগের ওজন হবে ১ কেজি ৭০০ গ্রাম থেকে ২ কেজি ৫০০ গ্রাম। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর জন্য ২ কেজি থেকে ৩ কেজি। অষ্টম শ্রেণীর জন্য ২ কেজি ৫০০ থেকে ৪ কেজি। নবম, দশম শ্রেণীর জন্য ২ কেজি ৫০০ গ্রাম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় লরিতে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। ২৭ বছর বয়সি এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার লরি থেকে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন কড়ইলংস্থিত পেট্রল পাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে। মৃত যুবকের নাম কৃষ্ণ সূত্রধর। তার বাড়ি তেলিয়ামুড়া স্থিত ধর্মনগর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় টিআর-০৩-এ-১৫০৮ নম্বরের পণ্য বোঝায় লরি আগরতলা যাওয়ার জন্য গতকাল রাতের কোনো এক সময় স্থানীয় কড়ইলং এলাকায় আসে। কথা ছিল বুধবার সকালে আগরতলা নিয়ে যাবে লরির চালক। লরির চালক দুলাল মিয়া জানায় গাড়ির সহ চালক কৃষ্ণ সূত্রধর রাতে নিজ বাড়ি না গিয়ে গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়ে এবং চালক দুলাল মিয়া নিজেও বাড়ি চলে যান। বুধবার কাকভোরে গাড়ির চালক দুলাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সিপিএম কর্মসূচি গ্রহণ করছে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মানিক সরকারের কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে পাল্টা জবাব দিলে বিজেপি। প্রদেশ কার্যালয়ে বিজেপির প্রদেশ মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, ১৯৮৮ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যে দুঃশাসন চলছিলো। বামেদের টানা ২৫ বছরে দুর্বিষহ জীবনযাত্রা। তার অবসান হয় ২০১৮ সালে। দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে এই রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপ্লব কুমার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার ইতিবাচক প্রকল্প গ্রহণ করে এই রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটিয়েছে। রাজ্যে সবকা সাথ সবকা বিকাশের সরকার চলছে।

আর নতুন করে সিপিএম অপ্রাসঙ্গিক ইস্যুতে অস্থিরতার সৃষ্টির চেষ্টায় ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। মানিক সরকার, বাদল চৌধুরিরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীরা এখন কথা বলতে পারছেন না, বিজেপিকে নিশানা মানিক সরকারের

বুধবার আগরতলায় সিপিএমের প্রতিবাদদ মিছিলে বিরোধী দলেনাতা মানিক সরকার সহ অন্যরা। ছবি- নিজস্ব।

আগরতলা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট জমানায় বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু, এখন বিরোধীদের কন্ঠ রোধ করার চেষ্টা চলছে। বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে কোথাও বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিজেপি জোট সরকারকে নিশানা করে এ-কথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

বিরোধী দলগুলির ওপর ঘন ঘন আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত করতে ত্রিপুরার রাজ্যপালের সাথে দেখা করার দুদিন পর সিপিআইএম-এর প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বুধবার রাজধানী আগরতলায় একটি প্রতিবাদ রেলিকে নেতৃত্ব দেন। রেলিতে উপস্থিত বিরোধী দলের উপ-নেতা বাদল চৌধুরী, বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, সহিদ চৌধুরী, সুধন দাস ও অন্যান্য নেতারা সমাবেশে কর্মীদের সাথে যোগ দিয়ে প্ল্যাকার্ড গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় হেঁটেছেন এবং পরে ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে সমাবেশে অংশ নিয়েছেন।

মানিক সরকার বলেন, সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন কখনও ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ) বা জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) সরকারের কাছ থেকে কোনও সমর্থন পায়নি। তবে আমরা ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য কঠোর লড়াই করেছি, সাথে কাজের মাধ্যমে ত্রিপুরার উন্নয়ন করেছি।

এদিন তিনি ক্ষমতাসীন বিজেপির সমালোচনা করে বলেন, বিরোধী দলের কণ্ঠ শুনতে দল প্রস্তুত নয়। তাঁর কথায়, বিরোধী দলগুলোর ওপর ঘন ঘন হামলার কারণে আমরা ১৮ জানুয়ারি ত্রিপুরার রাজ্যপালের সাথে দেখা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা তাঁকে রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যেই দক্ষতার সাথে সর্বোচ্চ পরিষেবা দিতে চিকিৎসকদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের চিকিৎসকদের দৈনন্দিন নির্দিষ্ট কাজের পাশাপশি ন্যূনতম একঘন্টা সময় সমাজের অন্য পাঁচ জন ব্যক্তির সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য সময় দিতে আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই যোগাযোগ ও সমন্বয় হয়তো ঐ ব্যক্তির জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য দিক হয়ে উঠবে। কারণ সমাজে চিকিৎসকদের গ্রহণযোগ্যতা অধিক এবং সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

প্রজ্ঞাভবনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পরিষেবা নিয়ে পর্যালোচনাসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজ আগরতলার প্র'ভবনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শীর্ষ পর্যায়ের এক পর্যালোচনা সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, রাজ্যের চিকিৎসকগণ যে-যেই জায়গায় কর্তব্যরত রয়েছেন সেখানকার পরিকাঠামোর মধ্যেই দক্ষতার সাথে কিভাবে সর্বোচ্চ পরিষেবা দেওয়া যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকদের ধৈর্যশীল ভূমিকা প্রয়োজন। রোগী ও তার আত্মীয় পরিজনের কথা শোনা আবশ্যক। এর ফলে রোগীরা যেমন সন্তুষ্ট হবেন তেমনি চিকিৎসকদের পরিষেবার প্রতিও তাদের মনে সন্তুষ্টি আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গর্ভবতী মা ও শিশুরা সুরক্ষিত থাকলেই রাজ্য বা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে। তাই গর্ভবতী মায়েদের ম'ত্যু, শিশু ম'ত্যু, রক্তাল্পতার হার হ্রাস করার পাশাপাশি এইগুলি শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসতে পারলেই আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ত্রিপুরার পরিচিতি বাড়বে। এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করার জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও বেশি করে জনমুখী করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি জেলা, মহকুমা হাসপাতাল সহ প্রাথমিক, সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি আরও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১০৪ ▫ ২১ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ৭ মাঘ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

তথ্যের নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন জরুরী

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্বকে মুহূর্তেই হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা সহজতর হইয়াছে।কিন্তু এই ক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।তথ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো আইন প্রণয়ন হয় নাই। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া বিভিন্ন সংস্থা মানুষকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করিতেছে।

তথ্যের গোপনীয়তা লইয়া অধুনা অনেকেই ভয়ানক উদ্বিগ্ন যথার্থ কারণেই উদ্বিগ্ন, কারণ হোয়াটসঅ্যাপ-এর সাম্প্রতিক নীতি পরিবর্তনের ফলে গ্রাহকদের তথ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটি নিতান্ত হাস্যকৌতুকে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু, উদ্বিগ্ন হইবার পূর্বে, বা উদ্বিগ্ন অবস্থায়, তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের ন্যায় সংস্থা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এমন মূল্যবান একটি পরিষেবা কেন দিয়া চলিয়াছে? কেন সম্পূর্ণ নিখরচায় বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব, ভিডিয়ো কলে যত ক্ষণ খুশি কথা বলিয়া যাওয়া যায়? কেন ফেসবুক বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ সার্ভার ও সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, যাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি বিশ্বজন দেখিতে, এবং ‘লাইক’ করিতে পারে? সংস্থাগুলি নিছক পরহিতার্থে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করিয়া চলিয়াছে, এমনটা ভাবিলে ধনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, কিন্তু ধারণাটি বাস্তবসম্মত হইবে না। এই পরিষেবাগুলি বিনামূল্যে মিলিতেছে, কারণ ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের দৃষ্টিতে ওইগুলি পণ্য নহে। পণ্য হইল সেই বিনা পয়সার ভোজের লোভে ছুটিয়া আসা মানুষেরা। পণ্য হইল তাহাদের ব্যক্তিগত, অতি গোপনীয় তথ্য।

এই কথাটি পাঁচ বৎসর পূর্বে হয়তো বা ‘নূতন’ ছিল; এখন নিতান্ত সাধারণ জ্ঞান।হোয়াটসঅ্যাপ জানাইয়াছে যে, তাহারা সাধারণ গ্রাহকের তথ্য জমা করে না কিন্তু, সেই কথায় কেহ বিশ্বাস করিবেন কি না, তাহা ব্যক্তির বিবেচনার প্রশ্ন। তাহাতে মূল ছবিটি পাল্টায় না। সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল সংযোগের মোহে মানুষ যত বেশি তথ্য আন্তর্জালে জমা করিতেছে, তত বেশি নিজেকে পণ্যে পরিণত করিতেছে, নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন করিতেছে। কথাটি জানিয়াও মানুষ এই পরিষেবাগুলি ব্যবহার করিয়া চলে কেন? এমন কোনও পরিষেবা চাহে না কেন, যেখানে ন্যায্য মূল্য গনিয়া দিতে হইবে, কিন্তু তথ্য হাতছাড়া হইবার ফাঁকফোকরগুলি থাকিবে না? তাহার কারণটি মানুষের অবচেতনে রহিয়াছে। বিনামূল্যে যাহা মিলে, তাহার প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার। তাহাতে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, সামান্য লোভের ফলে কত বড় ক্ষতি হইয়া যাইতেছে, সেই হুঁশ থাকে না। সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটিতেছে। ফেসবুক-আদি সংস্থাগুলি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তাহাদের নিকট লাভের বাড়া মন্ত্র নাই। তাহাদের নৈতিকতার পাঠ পড়ানো অবশ্যই জরুরি, কিন্তু বিনা পয়সায় পরিষেবার লোভে নিজেদের পণ্য করিবার কু-অভ্যাসটি মানুষ ত্যাগ না করিতে পারিলে সেই লাগাম পরানোর কাজটি কঠিন, অতি কঠিন।

তবে, মানুষের কাণ্ডজ্ঞান কবে জন্মাইবে, সরকার সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারে না।কেন্দ্রীয় সরকার নাকি হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষকে ডাকিয়া জবাবদিহি দাবি করিবে। সরকারের নিকট একটি ভিন্নতর প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন। দেশে এত আইন পাশ হয় কখনও অধ্যাদেশ জারি করিয়া, কখনও সংসদের অধিবেশনকে পাশ কাটাইয়া কিন্তু, তথ্যের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনটি পাশ হয় না কেন? এই বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধানতম আয়ুধ হইতে পারিত কঠোর তথ্য-নিরাপত্তা আইন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রাহকদের যে তথ্য দাবি করিতেছে, ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে সেই ক্ষেত্রে ভারতের ফারাক রহিয়াছে। ভারতে তাহারা অনেক বেশি তথ্যের মালিকানার দাবি করিতেছে। একটি কঠোর তথ্য নিরাপত্তা আইন দেশবাসীকে এই ক্ষেত্রে নিরাপত্তা দিতে পারিত। কেহ সন্দেহ করিতে পারেন, সাধারণ মানুষের তথ্য হাতাইয়া লইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহই এই গড়িমসির কারণ। তাহাতে মানুষের ক্ষতি হইলে তাহা নেহাতই ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’। তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ আইন প্রণয়ন করাা জরুরি।

বুদবুদে পরপর চুরি আতঙ্কিত এলাকাবাসী

দুর্গাপুর, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : বন্ধ বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি। পর পর দু-দুটি বাড়ীতে চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বুদবুদের শুকডাল এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুকডাল এলাকায় দুটি পরিবারের লোকজন কয়েকদিন আগে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। ওই দুটি বাড়িতে তালা বন্ধ ছিল। বুধবার সকালে প্রতিবেশীদের নজরে পড়ে বাড়ি দুটির তালা ভাঙা দরজা খোলা। সন্দেহ হওয়ায় বাড়ির লোকজনদের খবর দেয়। খবর পরিবারের লোকজন ফিরে এসে দেখেন ঘরের ভেতর জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। আলমারি, বাক্স ভাঙা। খোয়া গিয়েছে, সোনার গহনা, টাকা।

তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেয় পরিবারের লোকজন। চুরি যাওয়া একটি বাড়ি’’র সদস্যা শান্তা প্রামানিক বাড়ি ফিরে বলেন, ’আমাদের ঘরের আলমারি ভেঙে প্রায় ৬ ভরি সোনার গয়না সহ নগদ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। অপর বাড়ি মিহির ঘোষ। পেশায় ব্যাবসায়ী। তাঁর বিবাহিতা মেয়ে পৌলমি সামন্ত বলেন,’ প্রতিবেশীদের মাধ্যমে জানতে পারলাম বাপের বাড়ীর তালা ভাঙা। খবর পেয়েই এসেছি। ভেতরে আলমারি, লকার ভাঙা। সোনার গহনা ছাড়াও ব্যাবসার টাকা ছিল। সবই চুরি গেছে। তবে বাবা-মা ফিরলেই সঠিক কি পরিমান চুরি গেছে জানা যাবে। পুলিশ এসেছিল।’ আশপাশের বাসিন্দারা জানান,’ মাস কয়েক আগে একবার এলাকায় একটি বাড়িতে চুরি হয়েছিল। তারপর আবারও চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত।’ এদিকে খবর পেয়ে ওই দুটি বাড়ীতে যায় পুলিশ। এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূল নেত্রীর মাথা কাজ করছে না : তোপ শুভেন্দুর

চন্দননগর, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। কিন্তু এরই মাঝে বিজেপি-তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। কিছুদিন আগেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। আর এরই মাঝে বুধবার চন্দননগরের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। ”তৃণমূল নেত্রীর মাথা কাজ করছে না” কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর। রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ”লকডাউনে চাল চুরি, আমফানের ত্রিপল চুরি হয়েছে। শিল্পীদের কাছ থেকেও কাটমানি নেওয়া হচ্ছে। ২১ বছর ধরে তৃণমূল দল করেছি। এখন তৃণমূল কংগ্রেস কোম্পানি হয়ে গেছে। রাজ্য মন্ত্রিসভায় সব মন্ত্রী ল্যাম্পপোস্ট, একটাই পোস্ট। কেন্দ্রের প্রকল্প রাজ্যের নামে চালানো হচ্ছে”। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ”তৃণমূল নেত্রীর মাথা কাজ করছে না। ২ জায়গা থেকে তৃণমূল নেত্রীকে দাঁড়াতে দেব না। লোকসভা ভোটে আরামবাগ চুরি করে জিতেছে তৃণমূল। ১৬টি ইভিএম গুণতে দেয়নি। এই সরকারকে না তাড়ালে চাকরি হবে না। তৃণমূল জমানায় ৭ বছর এসএসসি-র পরীক্ষা হয়নি। তৃণমূলের মিছিলে যান, ভোট দিন বিজেপিকে। ৪ বছর কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না। সরকারি কর্মচারীদের ডিএ নেই, পুলিশের রেশন নেই। বালি-পাথরের লরিতে মণ্ডল মার্কা ছাপ দেখালেই গাড়ি ছেড়ে দেয় পুলিশ। স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড পুরো ধাপ্পাবাজি। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের মানুষ পাচ্ছে না। কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্প চালু হতে দেয়নি”।

কোভিড ১৯ সুস্থ হওয়ার পরেও জটিলতা থাকে শরীরে আক্রান্ত রোগীর

ডা. প্রকাশ মল্লিক

কোভিড-১৯ পরবর্তী উপসর্গ অনেক সময় মাসের পর মাস থেকে যেতে পারে। এই ভাইরাস, আক্রান্তের ফুসফুস, হৃৎপণ্ডি এবং মস্তিষ্ককে ক্ষতি করতে পারে। ফলস্বরূপ দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য জটিলতার সম্ভাবনা থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সাধারণত, বয়স্ক মানুষ যারা কিনা নানা জটিল অসুখের শিকার তাদের ক্ষেত্রে (পোস্ট কোভিড-১৯ সিনড্রোম) অথবা (লং কোভিড-১৯) দেখা যায় তা কিন্তু নয়, কম বয়স্করাও কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য জটিলতার শিকার হতে পারেন।

কোভিড ১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য জটিলতা কী কী হয়? দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, কাশি, গিঁটে গিঁটে ব্যথা, বুকে ব্যথা, মাংসপেশীর ব্যথা, হৃদচঞ্চলতা, স্বাদ গন্ধহীন, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা, চুল পড়ে যাওয়া। বিভিন্ন অঙ্গে কোভিড-১৯ এর কুপ্রভাব -

হৃৎপিণ্ড— কোভিড ১৯ থেকে সেরে ওঠার কয়েক মাস পরও (এমনকি যাদের বিশেষ কোনও উপসর্গ দেখা যায়নি) ইমেজিং টেস্ট করে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশির ক্ষত দেখা গিয়েছে। এই ক্ষত থেকে ভবিষ্যতে হার্ট ফেইলিওর কিংবা অন্য কোনও হৃৎপিণ্ডের অসুখ দেখা দিতে পারে।

মস্তিষ্ক— কোভিড ১৯ ইনফেকশনের ফলে স্ট্রোক, খিঁচুনি, গুলেন, বারি সিন্ড্রোম (ক্ষণস্থায়ী কর্মক্ষমতা হারায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) হতে পারে, কম বয়সের মানুষও শিকার হতে পারেন এই সব জটিলতার। কোভিড ১৯ ইনফেকশন ভবিষ্যতে পারকিনস ডিজিজ এবং অ্যালঝাইমার্স রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

রক্তজালিকা এবং রক্তজালিকায় রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া জনিত জটিলতাঃ কোভিড ১৯ ইনফেকশন রক্ত কণিকাদের জমিটি বাঁধিয়ে দিতে সক্ষম। এই জমাট বাঁধা রক্ত (ক্লট) যে কোনও ছোটকাটো রক্ত জালিকা থেকে শুরু করে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, কিডনি, লিভার, পা ইত্যাদি অঙ্গে রক্ত চলাচল বন্ধ করে তাদের কর্মক্ষমতায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ফলস্বরূপ, হার্ট অ্যাটাক ব্রেন স্ট্রোক, ইত্যাদি ইত্যাদি রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কোভিড -১৯ ইনফেকশন রক্ত জালিকা থেকে রক্তের উপকরণ রক্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করতে দীর্ঘমেয়াদি কিডনি, লিভারের অসুখ ডেকে আনতে পারে। মানসিক জটিলতা - যেসব কোভিড ১৯ ইনফেকশন রোগীর আইসিসিইউতে চিকিৎসা হয়েছে এবং ভেন্টিলেটরের দ্বারা কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে

এসেছেন তাদের ক্ষেত্রে নানা মানসিক জটিলতা দেখা যেতে পারে, যেমন, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস সিন্ড্রোম, মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেশির ভাগ রোগী যারা কোভিড ১৯ ইনফেকশন থেকে সেরে উঠেছেন, তাদের ক্ষেত্রে ক্রনিক প্যাটিগ সিন্ড্রোম দেখা যায়। এটি একটি বেশ জটিল সমস্যা যেখানে অসম্ভব দুর্বলতা মানসকি কিংবা শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে যেতে থাকে, বিশ্রামেও কমে না সেই দুর্বলতা। সত্যি কথা বলতে, কোভিড-১৯ ইনফেকশন পরবর্তী জটিলতার কতটুকুই বা আমাদের জানা। নতুন ভাইরাস নতুন রোগ, নতুন নতুন উপসর্গ এবং হয়তো বা অজানা অনেক জটিলতা। নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের থেকে পাওয়া তথ্য এবং বিভিন্ন সেন্টারে গবেষণামূলক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত গবেষকদের গবেষণায় উঠে আসা তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আমাদের অতিমারির সঙ্গে এই লড়াই। কোভিড-১৯ ইনফেকশন বিষয়ক কিছু কিছু তথ্য জানা গেলেও অনেক কিছু তথ্যেই বোধহয় এখনও অজানাই থেকে গিয়েছে। কোভিড -১৯ ইনফেকশন থেকে সেরে উঠলেও ডাক্তারবাবুদের তত্ত্বাবধানে থাকাই শ্রেয়। যে কোনও শারীরিক জটিলতা দেখা দিলেই ডাক্তাররের পরামর্শ জরুরি।

বেশির ভাগ কোভিড -১৯ আক্রান্ত রোগী সেরে উঠছেন এটি একটি সুখবর তো বটেই কিন্তু কিছু কিছু কোভিড- ১৯ আক্রান্ত রোগী নিজেরা রোগ থেকে সেরে ওঠার পরও অথবা এর কারণে কোভিড-১৯ ইনফেকশন ছড়াতে সমক্ষ, কাজেই সংক্রমণের হাত থেকে অন্যকে নিরাপদ রাখতে বিধিবদ্ধ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ভীষণভাবে জরংরি। নিজেরা কোভিড -১৯ আক্রমণ থেকে সেরে উঠলেও নিয়মমাফিক মুখবন্ধনী ব্যবহার করুণ। অযথা জনসমাগম এড়িয়ে চলুন, নিজের হাত বারবার সাবান জলে কুড়ি সেকেন্ড ধরে ধুতে থাকুন, যতদিন না এই মহামারির হাত থেকে সমগ্র পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারি। আশা করি খুব তাড়তাড়ি আশঙ্কার মেঘ কেটে যাবে, আকাশে জ্বলজ্বল করছে স্বস্তির সূর্য।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হোমিওপ্যাথির চিকিৎসার মাধ্যমে সম্ভব যদি হোমিওপ্যাথি ওষুধে মানুষের সঠিক টিকিৎসা করা হয়, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে সুফল পাওয়া যাবে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়—তোমারই হোক জয়

শান্তনু রায়

‘Forget not that the greatest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal layaway must give life if you want to get it and remember that the highest virue is to battle against inequity on matter what the cost may be এ দৃপ্ত দ্বিধাহীন উচ্চারণ একদা যার কণ্ঠে ধ্বণিত হয়েছিল, আজ থেকে প্রায় উনআশি বছর আগে আজাদ হিন্দ রেডিও বার্লিন থেকে ইথারে ভেসে আসা সেই কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছিল চরম সংগ্রামের আহ্বান Freedom is not given, it is taken Freedom never could be a gift.

বৈষম্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা খড়হগস্ত স্বাধীনতার অগ্রপথিক সেই মানুষটির একশ পঁচিশতম জন্মদিন এই তেইশে জানুয়ারি। এই প্রবাদপুরুষতত হলেন পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মনন ও অভীপ্সার মূর্ত প্রতীক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যিনি বিশ্বকবির দ্বারা অভিধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন দেশনায়ক রূপে। কবির আশীর্বাণীতে বাঙময় হয়েছিল যেন জাতির অন্তরের আবেগ ও আস্থা এভাবেত্তত্ত “বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। ...এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে সেইকথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহান করি তোমার পার্শে সমস্ত দেশকে। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে সর্বস্ব ত্যাগে পন করেছিলেন-নিজের পরিবারকে প্রিয়জনকেও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ছেড়ে বিপদসংকুল পথে পাড়ি দিয়েছিলেন কেবলমাত্র নিজের দেশকে বিদেশী শাসকের অধীনতা থেকে মুক্ত করার সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত ও নেতৃত্ব দিতে অগ্রনী সেনানায়করদপে-ক্ষাত্রতেজে মাতৃভূমির স্বাধীনতার লড়াইয়ে ব্রিটিশ সিংহকে সমন্মুখযুদ্ধে আহান করেছেন সাহসভরে। তার নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাফল্য বিবিধ কারনে চূড়ান্ত বা স্থায়ী না হলেও মনে রাখতে হবে সম্মুখযুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে পরাধীন ভারতের প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল এলাকা মুক্ত করেছিল নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য তখন দেশবাসীর কাছ থেকে ঈদিত সাড়া মেলেনি অপপ্রচার ও কোন কোন মহলের বিরুদ্ধতার বিভ্রান্তিতে। তবু আজাদ হিন্দ ফৌজের এই দুর্মর লড়াইয়ের অভিঘাতেই ব্রিটিশের এদেশ ত্যাগ ত্বরান্বিত হয়েছিল, দেশকে বিখন্ড করে হলেও, এও সত্য। স্বাভাবিকভাবেই এ স্বাধীনতা সেইইতিহাসপুরুষের কার্ষ্ঠিত স্বাধীনতা নয়।

দেশ থেকে চলে গিয়ে বাইরে থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা ভূল ছিল- অসুয়ামিশ্রিত এমন কিছু বিজ্ঞ!) অভিমতের প্রতিযুক্তিতে অবশ্যই স্মরণ করতে হয় এই সিদ্ধান্তের পটভূমি প্রসঙ্গে উমা মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৬-৩৮ এই তিনবছর ইউরোপে থাকালীন সুভাষচন্দ্র ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত রাশিয়া ব্যতীত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমন করেন ও বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতার সংস্পর্শে আসেন এবং সেসব দেশের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক-আর্থিক পুনর্গঠন, রাষ্ট্রীয় নীতি ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর পরীক্ষা নিরিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন-ইউরোপের চলমান রাজনীতিরও। উল্লেখ্য ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে দেশের স্বাধীনতা লাভের সমস্যার কথার পাশাপাশি সেই প্রথম স্বাধীনতা উত্তর দেশের পুনগঠিনের রূপরেখাও ত্ত উপস্থাপিত হয়েছিল সেই আলোকে। বিবেকানন্দের সার্থক উত্তরসাধক এক দূরদর্শী দেশনায়কের স্বপ্রত্তত্ত ভারতকে বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের পরের অধ্যায়ে এগিয়ে যেতে হবে’ বাগায় হয়েছিল সে উচ্চারণে, ধ্বনিত হয়েছিল ভারতবর্ষের জন্য সংগ্রাম করছিনা, মানবতার জন্যও আমাদের সংগ্রাম। ভারতের মুক্তি মানবতা সুরক্ষিত। প্রসঙ্গত্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের হরিপুরা ভাষন নিঃসন্দেহে এক রুত্বপূর্ণ দলিল। বিয়াল্লিশ বছরের তরুণ এই নেতার দলীয় সভাপতি হিসেবে এ ভাষণ যেন এক ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনেতার দুরদৃষ্টির স্বকীয়তার পরিচয়জ্ঞাপক। এই ভাষণে যেমন আছে স্বাধীনতালাভের পথে সমস্যার কথা তেমনই আছে স্বাধীনতা-উত্তর দেশ পুনগঠিনের রূপরেখার কথা-এর যাত্রাপথের অভিমুখের ইঙ্গিত। বলেছিলেন শিল্পায়নের কথা-আধুনিক ভারত নির্মান এর পরিকল্পনা। প্রকৃতপক্ষে এদেশের পরিকল্পনা কমিশনের জন্মের এখান, থেকেই। প্রজ্ঞা ও অপরিসীম দুরদর্শিতায় তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ক্ষমতাহস্তান্তরের পূর্বে দেশকে খণ্ডন করে দিয়ে যাবার ব্রিটিশের কুট অভিসন্ধি। তিনি ব্রিটিশের সাথে কোনপ্রকার আপোষের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এনিয়ে এবং হরিপুরায় তাঁর বক্তব্যে কংগ্রেসের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়, ক্রমে গান্ধীপন্থীদের সাথে মতবিরোধ। এসম্পর্কে ইন্ডিয়ান স্টগল গ্রন্থে লিখেছেন প্রসঙ্গত দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে জয়ী সুভাষচন্দ্রকে এ আসন ছাড়তে বাধ্য করাকে ইদানীং কিছু “বিজ্ঞ” জনেরা বিবিধ ব্যাখ্যায় লঘু করতে সচেষ্ট হলেও ঘটনাক্রম প্রমান করে যে এ অনৈতিকতার দায়ভার বোধকরি মহাত্মার উপরও বর্তায়। সাধারণ মনের এ স্বাভাবিক প্রশ্ন, কোন মহৎ আদর্শে গান্ধি সেদিন নির্বাচিত কংগ্রেসণ্ড্র সভাপতির সাথে এমন অনৈতিক আচরণ করেছিলেন। কেন এত রূঢ় আচরণ? সুভাষ জওহরলালের মত যথেষ্ট বশ্যতাপরায়ন নন সেকারণে!

বাস্তবে গান্ধিজি তাঁর অমতে এবং তাঁর মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করে দিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত সুভাষচন্দ্রের সাথে কোন সহযোগিতা করেননি। তাঁর অনুগামীরা যতভাবে সম্ভব নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতিকে বিব্রত ও হেনস্থা করতে কসুর করেননি। ত্রিপুরী কংগ্রেসের শুরংতেই গোবিন্দবল্লভ পন্থের উথাপিত সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদনে গৃহীত, কৌশলী প্রস্তাবে বলা হল-সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলেই হবেনা, সে কমিটি সব দিক থেকে গান্ধিজির মনোমত হওয়া চাই। অন্যথায় সে কমিটি বৈধ বলে স্বীকৃত হবে না।

কেন এমন প্রস্তাব তাঁর ব্যাখ্যা মেলে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি গান্ধি অনুগামী শেঠ ত্ত গোবিন্দদাসের এই ভাষণেত্ত-.ফ্যাসিষ্টদের মধ্যে মুসোলিনির, নাৎসিদের মধ্যে হিটলারের এবং কম্যুনিষ্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সেই স্থান।...কংগ্রেসের লিখিত গঠনতন্ত্রে তাহার জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট নাই পারিবেননা, রাষ্ট্রপতি পদে মহাত্মা গান্ধির মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য পদে মহাত্মা গান্ধির মনোনীত ব্যক্তিগনকে মনোনীত করা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। সেদিন সমর্থকেদের সমবেত জয়ধ্বনি উঠেছিল হিন্দুস্থানকা হিটলার কী জয়! মহাত্মা গান্ধীজি কী জয়! বলাবাহুল্য ওই সভায় মধ্যমনি ছিলেন মাননীয় পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেসময় আর কেউ প্রতিবাদ না করলেও একজন করেছিলেন এই বাংলা থেকে। ব্যথিত বিস্মিত কবির আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছিল এভাবে-অবশেষে আজ এমন কি, কংগেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির জয়ধবনি শোনা গেল। ...স্বাধীনতার মন্ত্রউচ্চারন করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টদের সাপ ফেঁস করে উঠছে। তবে এর জন্য গোবিন্দদাস বা অন্যকেউ গান্ধীজি বা কংগ্রেস হাইকম্যান্ড দ্বারা সতর্কিত বা তিরস্কৃত হয়েছিলেন এমন তথ্য নেই। বরং ও হতাশ সুভাষচন্দ্রের এ উপলব্ধি যে সর্বাংশে সত্য তা তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহ প্রমান করে। নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে এহেন অসহযোগিতায় ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডোয়ার্ডসের পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র মতপার্থক্য হলেও ও শ্রদ্ধা প্রকাশে বিচ্যুতি ঘটেনি, যদিও নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে তিনি ছিলে আপোষহীন। সাময়িক সুবিধা লাভের জন্যও তিনি অনৈতিকতার সাথে আপোষের তীব্র বিরোধী ছিলেন। সেহেতু স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে খিলাফত আন্দোলন সংযুক্ত করার গান্ধীজীর ভাবেই প্রকাশ করে বলেছেন যে এ সিদ্ধান্ত ছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে গান্ধি বিগ্রেড, নেহরু বিথেড হয়্যো, যিনি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে উৎসুক ছিলেন সে ”বন্ধু”র নামেও) এবং আজাদ বিগ্রেড ইত্যাদিতে এক একটি বিগ্রেডের নামকরনের কিংবা কস্তরবার প্রয়াণে গভীর শোকাহত সুভাষের বর্মা থেকে শোকজ্ঞাপক ঘোষনা প্রকৃতপক্ষে অন্যায় কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েও সুভাষচন্দ্রের আপন সৌজন্য ও বারবার বলেছেন India has a mission to fulfill. নিজের জীবন দিয়ে এই “মিশন” উপলব্ধি করেন। তাই আত্মজীবনীতে নিজেকে ভারত পথিক বলে চিহ্নিত করেছেন। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এমন অকুতোভয় আত্মোৎসর্গ এক অকল্পনীয় ব্যাপার। তিনি দেশভাগের তীব্র বিরোধিতায় দক্ষিণ এশিয়ার রণক্ষেত্র থেকেই বারংবার বেতারে দেশবাসীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করলেও অবশেষে দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ করেই ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতা এল। দুর্ভাগ্য এও যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন দেশের সরকারের তাঁর প্রতিশী কান সাবি কন তি লিতব এপ ২ হোক জয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিন্দষপূর্ন ও অবহেলার আচরন লক্ষ্য করা গেছে বারবার। অন্যদিকে আজাদ হিন্দ সরকারের বিপুল ধন সম্পদের এক বিশাল অংশ নেহরু প্রাপ্ত হন হিউ টয়ের কাছ থেকে বন্ধু মাউন্টব্যাটেনের সৌজন্যে এবং বাকী সম্পদ যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যের সুযোগে লুঠিত হয়েছে। আত্মসাৎকারীদের অন্যতম আজাদ হিন্দ সরকারের জনৈক মন্ত্রীর স্বাধীনোত্তর ভারতে গুরুত্বপূর্ণ পদপ্রাপ্তি হয় পূর্বের এই ’অবদানের’ স্বীকৃতিতে। সত্য যে তাঁর অন্তর্ধান আজও রহস্যাবৃত করে রাখা হয়েছে। বারংবার প্রতিজতি দেওয়া স্বতও তাঁর অন্তর্ধান সংক্রান্ত গোপন ফাইলগুলি এখনও প্রকাশ করা হলনা বিভিন্ন অজুহাতে। মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট কোন কারণ না দেখিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনার সুযোগ নাদিয়ে খারিজ করেছে ইউপিএ সরকার গুমনামি বাবা ব্যাপারে বিষু সহায় কমিশনও কৌশলে দায় এড়িয়ে গেছেন। যদিও সাম্প্রতিক পরীক্ষায় প্রমাণিত যে নেতাজি ও গুমনামি বাবার হাতের লেখা দুটি হাতের লেখা এক ব্যক্তিরই। কবে এরহস্যের অবসান হবে তা অনিশ্চিত। কিন্তু তিনি আছেন মানুষের মনে আছে তাঁর মতবাদ-আদর্শ, সব গ্রন্থিত পুভকে না হলেও হরিপুরা কংগ্রেসে অভিভাষনের মত বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতায়। সত্য এই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান খত্বিক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর যথার্থ মুল্যায়ন এখনও হয়নি। অসম্ভব জেনেও আশা রাখে হয়ত কোন একদিন তিনি ফিরে আসবেন। কিন্তু কেবলমাত্র আবেগাচ্ছন্ন হলে তো দিশালাভ হবে না। এপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয়া দেশনেত্রী বিপ্লবী ও সুভাষবাদের একনিষ্ঠ অনুগামী শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি অবশ্যই স্মর্তব্য-আবেগের স্থানও আছে মানুষের জীবনে, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে অতি একদিকে যেমন অর্থহীন নিস্ক্রিয়তারই রূপান্তর ও যাকে ঘিরে এ উচ্ছাস ও আবেগ তাঁর চারদিকে এক ভাবালুতার কুয়াশা সৃষ্টি করে তাঁকে ও তাঁর আদর্শকও সর্বসাধারণ থেকে আড়াল করে রাখে। অতএব দেশের জনসাধারণকে এব্যাপারে সচেতন ও সজাগ থেকে জনমত গড়ে তুলতে হবে সুভাষবাদের নিরলস চর্চা ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি তাঁর শেষ পরিণতির রহস্য উন্মোচনেও। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভাষায় তিনি আমাদের beacon light আর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায়ের মূল্যায়নে a singin lighthouse of inspiration to posteriry যে ধ্বনিত করে এক অমোঘ সত্য। হ্যাঁ, এই বাতিঘর রূপী সুভাষবাদের আদর্শ আমাদের আজও দিশা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় ইনটাক এর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জের পাথারকান্দিতে প্রায় দেড় হাজার খাসি জনজাতি পুরুষ-মহিলার বিজেপিতে যোগদান

পাথারকান্দি (অসম), ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে অন্যান্য দল যখন নিজেদের ঘর গোছাতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন বিজেপি তাদের রণকৌশল অনুযায়ী কোমর কষে ময়দানে নেমে পড়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের উপস্থিতিতে প্রায় দেড় হাজার খাসি জনজাতি গোষ্ঠীয় পুরুষ ও মহিলা আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দান করেছেন। এ ঘটনায় সদ্যঘোষিত এআইইউডিএফ, বামমোর্চা, গণমোর্চা প্রভৃতি দলকে নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সব হিসাব-নিকাশ তছনছ করে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আজ বুধবার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন বাদশাহি খাসিয়াপুঞ্জিতে খাসি-জয়ন্তিয়া উন্নয়ন পরিষদ দাবি কমিটির ডাকে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের উপস্থিতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রায় দেড় হাজার গিরিবাসী খাসি জনগোষ্ঠীর লোকজন অন্যগ বিভিন্ন দল ত্যা:গ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। সভার শুরুতে খাসি নৃত্যি পরিবেশন করেন শিল্পীরা। উন্নয়ন পরিষদ দাবি কমিটির চেয়ারম্যান কমেলি গাসার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় নবাগতদের বিজেপির টুপি, উত্তরীয় ও গামোছা দিয়ে বরণ করেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এবং বিজেপির অন্যান্যধ পদাধিকারীরা।

সভায় বক্তব্যন পেশ করতে গিয়ে নব্যবিজেপি সদস্যরা বলেন, বিগত সরকারের আমলে তাঁদের শুধুমাত্র ভোট ব্যা ঙ্ক হিসেবে ব্যেবহার করা হয়েছে। তাঁদের উন্নয়নে কোনও পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি এতদিন। ফলে আজ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন পাহাড়ি বসবাসকারী জনসাধারণ। তবে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁদের ভাগ্যের শিঁকে বেশ ছিড়েছে, বহু ক্ষেত্রে পাহাড়িদের বিকশিত করতে বর্তমান বিজেপি সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার তাঁদের জমির পাট্টা প্রদানের ব্যাবস্থা করার পাশাপাশি পান চাষের জন্যম উপযুক্ত জমিরও বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। এছাড়া প্রত্যেকটি খাসিয়া পুঞ্জিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল, বিদ্যুরতের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বর্তমান সরকার। রাস্তাঘাটের প্রতিও এই সরকার যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে। যা বিগত প্রায় সত্তর বছরেও করতে সক্ষম হয়নি কংগ্রেস সরকার।তাঁরা বলেন, খাসি জনগোষ্ঠীয় মানুষজনের সার্বিক উন্নয়নে তাঁদের জন্যপ আলাদা উন্নয়ন পরিষদ গঠনের তোড়জোড় করছে রাজ্যজ সরকার। এলাকার প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকায় নতুন করে বিদ্যতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া লোয়াইরপোয়া-কানমুন পূর্ত সড়ক সহ বিভিন্ন গ্রামালের সিংহভাগ রাস্তাই আজ পাকা করা হয়ে গেছে। তাই বিজেপির সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ ফলপ্রসূ হয়েছে এই অঞ্চসে।আজকের যোগদান সমাবেশে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু বাল বলেন, তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের আমলে ২০১১ সা লে আদমশুমারিতে পাথারকান্দির গিরিবাসীদের সংখ্যো ইচ্ছাকৃতভাবে কম দেখানো হয়েছে। যাতে তাঁরা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে দূখরে থাকুন। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। যারা এ ধরনের কাজ করেছে তাঁদের কখনও ক্ষমা করবেন না মানুষ। তাই তিনি সবাইকে একজোট হয়ে রাজ্যে ফের বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে অনুরোধ জানান।এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাসি উন্নয়ন পরিষদ দাবি কমিটির সভাপতি সেবাস্টেইন পাক্তেন, চারিস রম্বাই, ওয়ার্লেস সুচিয়াং, লুকাস মুখিম, লাভিংয়েল মুখিম সহ বিভিন্ন পুঞ্জি থেকে আগত হেডম্যান এবং ওই জনগোষ্ঠীয় বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। এছাড়া ছিলেন বিজেপির লোয়াইরপোয়া মণ্ডল সভাপতি হৃষিকেশ নন্দি, লোয়াইরপোয়া জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি অমিতাভ দে, বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রীর প্রতিনিধি সুচরিত পাল, মণিপুরি উন্নয়ন পরিষদের প্রদেশ সদস্য মাংলেম সিংহ, আইনজীবী পরিতোষ দাস, ধ্রুব চক্রবর্তী প্রমুখ।

বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান জানতে চেয়ে মিহির গোস্বামীকে চিঠি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : নির্বাচনের আগেই বেসুরো সুর গাইতে শুরু করেছে একের পর এক শাসকদলের বিধায়ক নেতা মন্ত্রীরা। সেইরকমই সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী কোচবিহার দক্ষিণের বেসুরো বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে চিঠি দিয়ে তার অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দিলেন শাসকদলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সাত দিনের মধ্যে এই চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই দল ত্যাগী বিধায়ককে।

গত বছরের শেষদিকে হঠাত দলে থেকেও বেসুরো গাইতে শুরু করেন কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক মিহির গোস্বামী। ৩ অক্টোবর তৃণমূলের সব সাংগঠনিক পদ থেকে ইস্তফা দেন! এরপর ২৭ নভেম্বর দলের সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দেন তিনি। সেদিনই দিল্লিতে বিজেপিতে যোগ দেন মিহির গোস্বামী। এরপর এদিন হটাৎ করেই দলের তরফে মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে চিঠি দিয়ে তার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান।

এদিন মিহির বাবুকে দেওয়া চিঠিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'আপনি তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত হওয়া বিধায়ক। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সংবাদ ও সমাজমাধ্যমে করা মন্তব্যের জেরে আপনি দলের সঙ্গে রয়েছেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। এই চিঠি পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে আপনাকে নিজের অবস্থান জানানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে'।

এই চিঠি পাওয়ার পরেই পাল্টা পার্থ চট্টোপাধ্যায় কে চিঠি লিখেছেন মিহির গোস্বামী। সেই চিঠিতে তিনি বাম-কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসা ১৯ বিধায়কের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে দল সেই বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। বাম ও কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া মোট ১৯ জন বিধায়কের নাম উল্লেখ করে মিহির গোস্বামী পাল্টা লিখেছেন, তাঁদের পুরনো দলের পক্ষ থেকেও বিধায়ক পদ থাকা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে স্পিকারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে, যার নিষ্পত্তি হয়নি। দল পরিবর্তন করেও তাঁরা সকলে বিধায়ক পদে বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে মিহির গোস্বামী জানান, 'চিঠি পাঠালেও স্ট্যাম্প নেই। পার্থ পাঠিয়েছে কিনা জানি না। তাও ধরে নিলাম। গতকাল আমিও চিঠি পাঠিয়েছি। আমি বিধায়কদের নাম দিয়ে উল্লেখ করে বলেছি। নৈতিকতা তৃণমূলের মানায় না'। এরপরেই স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি এবার একে একে দলত্যাগী শীলভদ্র দত্ত, সুনীল সিংহ, সুনীল মণ্ডলকেও চিঠি দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান জানতে চাইবে দল?

রেনকোজি মন্দিরের চিতাভস্মের ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা হোক : চন্দ্রকুমার বসু

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.): নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। যদিও কিংবদন্তির স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের তরফ থেকে জাপানের রেনকোজি মন্দিরে থাকা চিতাভস্ম এর ডিএনএ পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বুধবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রপৌত্র চন্দ্রকুমার বসু জানিয়েছেন, ২০১৬ সালের ২৩শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল প্রকাশ্যে আনার নির্দেশ দেয়। সে অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত ৪০০ ফাইল প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু তৎকালীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো সংক্রান্ত কয়েকটি ফাইল এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। এই প্রসঙ্গে রাজনাথ সিং জানিয়েছিলেন যে সেই ফাইলগুলো প্রকাশ্যে এলে পরবর্তী সরকারের অসুবিধা হতে পারে। সেই সময় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ জাপান, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ডের সহ একাধিক দেশের কাছে চিঠি দিয়ে বিদেশে থাকা নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশের দাবি জানিয়েছিলেন। এর উত্তরে তৎকালীন জাপান সরকার জানিয়েছিল যে তাদের কাছে নেতাজি সংক্রান্ত পাঁচটি ফাইল রয়েছে। তার মধ্যে দুটি ফাইল তারা প্রকাশ করেছে। জাপান সরকারের তরফ থেকে আরও তিনটি ফাইল প্রকাশ্যে আনা হয়নি। সম্প্রতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা অনিতা বসু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়ে জাপানের রেনকোজি মন্দিরের চিতাভস্ম পরীক্ষা করে দেখার আর্জি জানায়। বসু পরিবারের বাকি সদস্যদেরও এতে সম্মতি রয়েছে। রেনকোজি মন্দিরের "হাই প্রিষ্ঠ" (প্রধান পুরোহিত) এর কোনও আপত্তি নেই। জাপানের মানুষ আজো নেতাজিকে নিজেদের নায়ক হিসেবে শ্রদ্ধা করে। ফলে কেন্দ্রের মোদী সরকারের উচিত ডিএনএ বিশেষজ্ঞ দিয়ে এটা পরীক্ষা করে দেখা। নেতাজি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংক্রান্ত অধ্যাপক প্রতুল চন্দ্র গুপ্তের লেখা আই এন এ মিলিটারি হিস্ট্রি বইটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরু নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। বর্তমানে বইটি ডিফেন্স আর্কাইভের ভল্টে রয়েছে। হাতে গোনা কয়েকজন গবেষকের সেই বইটিকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। এদিন শুখেন্দুশেখর রায় সেই বইটিকে জনসমক্ষে আনার দাবি জানিয়েছেন। তার এই দাবি ভালো এবং স্বাগত যোগ্য। উল্লেখখ করা যেতে পারে কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্তর্ধান নিয়ে বিগত বহুবছর ধরে রহস্যে আবৃত হয়ে রয়েছে। এই রহস্য দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন।

টেংরায় রবার কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু

কলকাতা,২০ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। করোনা আতঙ্কের মাঝেই এবার খাস কলকাতায় কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু। বুধবার টেংরায় রবার কারখানায় মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের। ঘটনার তদন্তে টেংরা থানার পুলিশ।

জানা যাচ্ছে, এদিন অন্যান্য দিনের মতো নেই টেংরা এলাকার একটি রবার কারখানায় কাজ করছিলেন মৃত ছয়ের পাতায়

'আস্থা' কর্মসূচিতে জাতীয় স্তরে 'স্কোচ অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে কাছাড় জেলা

শিলচর (অসম), ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : 'আস্থা' কর্মসূচির জন্য জাতীয় স্তরে 'স্কোচ'এর অধীনে কাছাড় জেলাকে রৌপ্যপদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আস্থা কর্মসূচি কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির নেতৃত্বে স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সত্তায়ান, স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. সুদীপজ্যোতি দাস, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ডা. প্রসেনজিৎ ঘোষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে।

'স্কোচ' কমিটির জুরি ওই পুরস্কারের বিষয় ঘোষণা করেছে। গত ১৬ জানুয়ারি আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান পদ্ধতির মাধ্যমে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন কাছাড়ের জেলাশাসক কির্তি জল্লি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্কোচ পুরস্কারটি সারা দেশে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে স্কোচ গ্রুপ দ্বারা প্রদত্ত সর্বোচ্চ স্বাধীন সম্মান। 'আস্থা' প্রকল্পটি গত বছরের জুলাই মাসে প্রতিটি জেলায় চালু হয়েছিল। প্রজেক্ট 'আস্থা'কে লকডাউন পরবর্তী সময়ে কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানকারী এবং তঁদের পরিবারগুলিকে মানসিক-সামাজিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এনএইচএম-এর ডিপিএম রাহুল ঘোষ চালু করেছিলেন।

জেলা প্রশাসনের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বিপুল সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক এবং যাত্রী দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে নিজ নিজ জেলায় ফিরে এসে কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলিতে কোভিড পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার আগে পর্যন্ত পৃথক ছিল। কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ডে কোভিড-১৯-এর ভয়ের কবলে পড়ে কিছু মানুষের মধ্যে আত্মঘাতীর প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। তাঁরা তাঁদের পরিবার থেকে দূরে থেকেছিলেন। এ ধরনের অভিযোগ পাওয়ার পর সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য জেলাশাসক কীর্তি জল্লির নির্দেশে স্বাস্থ্য দফতর এই উদ্যোগ নিয়েছিল।

এই প্রকল্পের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। সুবিধাভিত্তিক হস্তক্ষেপে শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বিভাগের চিকিৎসকদের একটি দল ওষুধাদি সহ সম্প্রদায় ভিত্তিক হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে মনো-সামাজিক পরিষেবা প্রদানের জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের আশাকর্মী এবং ফ্রন্ট লাইন কর্মীরা মানসিক-সামাজিক সহায়তা প্রদানের জন্য পৃথক কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানকারী পরিবারের লোকজনদের সরেজমিন পরিদর্শন করে সামগ্রিক পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন। ফ্রন্ট লাইনের কর্মী ও সাইক্রিয়াট্রিক বিভাগের সহায়তায় এনএইচএম-এর ডিপিএম এই প্রকল্পের কাজকর্ম সম্পাদন করেছেন।

একঝাঁক তারকা ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিল আরসিবি

মুম্বাই, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : আইপিএল ২০২১-এর নিলামের আগে স্কোয়াড থেকে একঝাঁক তারকা ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিল আরসিবি। মোট ১২ জন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। বুধবার আরসিবি জানিয়ে দেয় কাদের ধরে রাখছে তারা। ক্যাপ্টেন কোহলি ছাড়া প্রত্যাশিতভাবেই আরসিবি রিটেন করেছে এবি ডি"ভিলিয়র্স, যুজবেন্দ্র চাহাল ওবং দেবদূত পাডিক্কালকে। তারা ধরে রেখেছে ওয়াশিংটন সুন্দর, মহম্মদ সিরাজ ও নভদীপ সাইনিকেও। বাংলার অল-রাউন্ডার শাহবাজ আহমেদও রয়েছেন ধরে রাখা ক্রিকেটারদের তালিকায়।

ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে দিয়েছে তিন বিদেশি তারকা অ্যারন ফিঞ্চ, ক্রিস মরিস ও মঈন আলিকে। বাদ পড়েছেন উমেশ যাদব ও শিবম দুবের মতো ভারতীয় তারকারাও। ডেল স্টেইন আগেই নিজেকে আফপিএল থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। পার্থিব প্যাটেল কিছুদিন আগেই অবসর ঘোষণা করেছেন। তাই দলে থাকছে না প্যাটেলও।

শুভেন্দুর মিছিলে গোলি মারো স্লোগান, পাল্টা নিন্দায় শাসক দল

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.): মঙ্গলবার তৃণমূলের শান্তি মিছিল থেকে স্লোগান উঠেছিল "গোলি মারো"। বুধবার এই ঘটনার ফের পুনরাবৃত্তি হলো চন্দননগরে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভায়। আর এই ঘটনার পরেই খানিকটা হালে পানি পেয়েছে রাজ্যের শাসক দল। এই শ্লোগান এর বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন সিং, স্বপন দাশগুপ্তর নেতৃত্বে বুধবার চন্দননগরে রোড শো ছিল বিজেপির। রোড শো চলাকালীন আচমকা বেশ কয়েকজন 'গোলি মারো' স্লোগান দেন। আর এরপরই অস্বস্তিতে পড়ে গেরুয়া শিবির। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ জানান, 'গতকাল বড় বড় কথা বলছিল বিজেপি। এবার কী বলে সেটাই দেখার। তবে এই ঘটনা কোনও ভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়'। একইসঙ্গে এই ঘটনার নিন্দা করেছেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বিজেপি এই ধরনের সংস্কৃতির আমদানি করছে বাংলায়। এই ধরনের ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা জানাই'। অন্যদিকে গতকাল দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলের শান্তি মিছিল থেকে "গোলি মারো গাদ্দারোকো" বলে স্লোগান উঠেছিল। এর পরের নিন্দা শুরু হয়েছিল বিভিন্ন মহলে। এই স্লোগানের সমালোচনা করে বাম ও কংগ্রেস বলেছিল, 'তৃণমূল যেভাবে বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল এই রাজ্যে সেভাবেই কেন্দ্রের শাসকদলের সংস্কৃতিও আমদানি করা হচ্ছে। মানুষ এই দুই দলকে প্রত্যাখ্যান করবে'।

এই ঘটনার পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়ে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছিলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস কখনো সন্ত্রাসের কাজ করে না বরং সন্ত্রাস মুক্ত কাজ করে এবং সন্ত্রাসের কাজ করে বিজেপি। তাই তারা গুজরাট বিহার উত্তর প্রদেশ তাদের রাযেট লাগে এবং সেখানে গুলি চলে বলেও মন্তব্য করেন এদিন। তৃণমূল কংগ্রেস কখনো গুলির কথা বলে না'। পাশাপাশি যারা এই ধরনের মন্তব্য করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ধরনের শব্দবন্ধনীকে সমর্থন করে না বিজেপি। যে বা যারা মিছিলে এই ধরনের কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।

আমফান মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে ফের খারিজ রাজ্যের পুনর্বিবেচনার আরজি

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : আমফান মামলায় ফের কলকাতা হাই কোর্টে ফের ধাক্কা খেল রাজ্য। আমফান ক্ষতিপূরণের বণ্টন হওয়া অর্থের অডিট কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগই করবে বলে জানাল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আরজি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে বুধবারের শুনানিতে তা খারিজ হয়ে যায়। এমনকী ক্যাগকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট। কোনওভাবে নথি দিতে দেরি করা চলবে না বলেও জানানো হয়েছে।

গত মে মাসের শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি ক্ষতিপূরণ নিয়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তা নিয়ে বেশ বেকায়দায় পড়তে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে। পরে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে হিসেবনিকেশ, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা নতুন করে তৈরি করে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ হয় বলে দাবি করে রাজ্য সরকার। তবে এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা।

আমফানে ক্ষতিপূরণের জন্য রাজ্য সরকারের বরাদ্দ বাজেট ছিল ৬৩০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে ২৫০০ কোটি টাকা দিয়েছিল কেন্দ্র। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রত্যেকের প্রাপ্য ছিল ২০ হাজার টাকা। এই টাকা কীভাবে বণ্টন করা হয়েছে, সে ব্যাপারে সরকারি হিসেব দেখে সন্তুষ্ট হয়নি আদালত।

এছাড়া ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের রিপোর্টেও অসন্তোষ ছিল বিচারপতিদের। সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন, আমফান ক্ষতিপূরণের বণ্টন হওয়া অর্থের অডিটের ভার দেওয়া হল ক্যাগকে। তবে তার বিরোধিতা করে রাজ্য সরকার। বুধবারের শুনানিতে ক্যাগকে দিয়ে তদন্তের রায় পুনর্বিবেচনার আরজি খারিজ করে দেয় কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণবণ্টন নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে, এই মর্মে জুনের শেষদিকে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কৃষক সংগঠন। মামলা করেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংও।

আমি সর্বদা তোমাদের জন্য লড়ে যাব, বিদায়ী ভাষণে আবেগাতুর ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি (হি. স.): বিদায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজের শেষ ভাষণে আবেগাতুর হয়ে পড়লেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া নিজের ভাষণে তিনি জানিয়েছেন, গত চার বছর এক অসাধারণ সময় গিয়েছে। অনেক লক্ষ্য আমরা পূরণ করেছি। নিজের পরিবার, বন্ধু এবং আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের ধন্যবাদ জানাই এই প্রচেষ্টার জন্য। অনেকের কোনো আন্দাজ নেই কি কষ্টকর ভাবে এই পরিবারটি চলেছে। অর্থনীতির নিরিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক মহান দেশ। মহামারী গুরুতরভাবে আমাদের ওপর আঘাত এনেছিল। আমরা যা করেছি তা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় মিরাকেল বলা যেতে পারে। ৯ মাসের মধ্যে প্রতিষেধক তৈরি করে দেখিয়েছি। আমি সর্বদা তোমাদের জন্য লড়ে যাব। আমি দেখব, শুনব। নতুন প্রশাসনকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। অসাধারণ কিছু করে দেখানোর ভিত্তি তারা পেয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ এখনকার মতো আগে এত উজ্জল জন্য ছিল না

সমর্থন করি না, তবে গতকালের সঙ্গে মেলালে চলবে না : বিজেপির মিছিলে গোলি মারো স্লোগান প্রসঙ্গে মন্তব্য শমীক ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি স): আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষাতেই একুশের নির্বাচন। তারই মাঝে এবার নির্বাচনের আগে নতুন রসদ দিচ্ছে তৃণমূলের "গোলি মারো" স্লোগান। মঙ্গলবারই দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীদের মিছিল থেকে রব ওঠে "বঙ্গাল কা গদ্দারো কো, গোলি মারো সালো কো"। আর এরপরেই বুধবার চন্দননগরে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর মিছিলে ফের ওঠে "গোলি মারো"। এরপর এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করা হলে "সমর্থন করি না, তবে গতকালের সঙ্গে মেলালে চলবে না" মন্তব্য বিজেপি নেতার।

গোলি মারো স্লোগান প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, সমর্থন করি না, ভুল করেছে, তবে গতকালের সঙ্গে মেলালে চলবে না"। অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন," আমাদের কেউ বলতেই পারে না। তৃণমূল মিছিলে লোক ঢুকিয়ে এটা করেছে"। অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন "আমরা তো কাল নিন্দা করেছিলাম, বিশাল জনসমুদ্র থেকে দু-তিনজন স্লোগান করেছিল । যারা সেটা শুনে নীতির কথা শোনালেন, তাঁদের মিছিলেই গোলি মারো স্লোগান"। উল্লেখ্য,বুধবার চন্দননগরে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মিছিল ছিল। সেই মিছিলে রথতলা মোড়ে, গোলি মারো স্লোগান শোনা যায়। এই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং, লকেট চট্টোপাধ্যায়রা।

হাসপাতালে অনশনরত দুই মাদ্রাসা শিক্ষিকা

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার মাদ্রাসা শিক্ষকদের অনশন মঞ্চে দুই শিক্ষিকা গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ দুই শিক্ষিকা মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষিকা সোনিয়া পারভিন এবং জর্জিয়া জোহানাকে সল্টলেক মহকুমা হসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পলাশ রম বলেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল রিকগনাইজড আন এডেড মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে সল্টলেক সিটি সেন্টার ১, মেট্রো কারসেডের সামনে মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেদের মাসিক বেতনের দাবি এবং ছাত্র ছাত্রীদের মিড-ডে-মিল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দাবিতে মহামান্য হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে গত ১২/০১/২০২১ তারিখ থেকে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ অবস্থান কর্মসূচির নবম দিন এবং আমরন অনশন কর্মসূচীর পঞ্চম দিন। গত পাঁচ দিন অনশন কর্মসূচি করায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা গুরুতর অসুস্থ। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রশাসনিক তরফ থেকে তাদের ন্যূনতম পরিষেবাটুকু দেওয়া হয় না বলে সংগঠনের অভিযোগ। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাটুকু পাবার অধিকার তাদের নেই? কেন কেবলমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলেই এত বঞ্চনা? সরকার পক্ষ ও প্রশাসনিক বিভাগ থেকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেননি।

সংগঠনের সভাপতি জাভেদ মিয়াঁদাদ বলেন আমরা কি মাদ্রাসার শিক্ষক বলেই আমাদের সঙ্গে রাজ্য সরকার রাজ্য প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগ এই রকম ব্যবহার করে চলেছে? শিক্ষক শিক্ষিকাদের দাবি-দাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে তাতে যদি অনশন করে মৃত্যুবরণ করতে হয় তাতেও রাজি।

জিআই ছাপযুক্ত জয়নগরের মোয়া পাড়ি দিল বহড়ু থেকে বাহারিনে

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : জয়নগরের মোয়ার স্রষ্টা আশুতোষ দাস কলকাতায় রানি রাসমণির বাড়িতে মোয়া বিক্রি করতে আসতেন। মোয়ার সেই স্রষ্টার বংশধরের হাত ধরে বহড়ু থেকে বাহারিনে পাড়ি দিল জিআই ছাপযুক্ত জয়নগরের মোয়া।

এটাই জয়নগরের মোয়ার প্রথম বাণিজ্যিক বিদেশ সফর! প্যাকেটবন্দি হয়ে বিমানে করে আরব দুনিয়ার ওই দেশের পথে পাঠানো হয় ৪৫ কেজি মোয়া। সেই সঙ্গে পাঠানো হয় ১০৫ কেজি নলেন গুড়ের পাটালি।কনকচূড় ধানের খইয়ের সঙ্গে নলেন গুড়ের মিশ্রনে এক নতুন ধরনের মোয়া ১৯০৪ সালে বানিয়েছিলেন জয়নগরের শ্রীপুর গ্রামের আশুতোষ দাস। জয়নগরের মোয়ার আবিষ্কার সম্পর্কে ওই তথ্য স্বীকৃত। শোনা যায়, আশুতোষ ছিলেন পেশায় ফেরিওয়ালা। এক সময়ে তিনি মুড়ির মোয়া তৈরি করে ফেরি করতেন। একদিন তিনি নেহাতই শখ করে কনকচূড় ধানের খইয়ের সঙ্গে নলের গুড় মিশিয়ে মোয়া বানিয়েছিলেন। জয়নগরের মিত্রগঞ্জ বাজারে রাধাবল্লভ জিউ মন্দিরে পুজো দেওয়ার সময়ে প্রসাদ হিসেবে নিবেদন করেছিলেন মিষ্টি গন্ধ ও স্বাদের সেই মোয়াকে।আশুতোষের হাত ধরেই জয়নগরের মোয়ার স্বাদ ও খ্যাতি বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সরকারি সূত্রের খবর, বাহারিন দিয়ে শুরু। এর পর আগামী সপ্তাহে ইটালি ও কানাডায় যাবে বাংলার ঐতিহ্যবাহী কনকচূড়ের ধানের সুগন্ধি খই, নলেন গুড়ের তৈরি মোয়া।জয়নগরের মোয়াকে বিদেশে রফতানির চেষ্টা চলছিল বেশ কিছু কাল যাবৎ। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটা এতদিন সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত জট ছাড়াতে এগিয়ে আসে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন সংস্থা "অ্যাপেডা"। তাদের সহযোগিতায় এবং একটি রফতানিকারক সংস্থার উদ্যোগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিদেশে জয়নগরের মোয়া ও নলেন গুড়ের পাটালি পাঠানো হয়। জয়নগরের মোয়া বিদেশে পাড়ি দেওয়ার সময়ে কলকাতা বিমানবন্দরে ছিলেন স্রষ্টা আশুতোষ দাসের বংশধর বাপি দাস।

রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত ৪০৯জন, মৃত ৬

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.): রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০৯জন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫০৯জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৭.০৪শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.৩৩শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন।বুধবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬হাজার ৬৭৫জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৬৬হাজার ৪৮২জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৪৯হাজার ৭২৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১০হাজার ৮০জনের। এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ১১৮জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২জনের। বর্তমানে এখন করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৩০৮জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ১০৯জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪৪জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ২৭হাজার ১০৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৭লাখ ২৩হাজার ৩৭৬টি। এখন রাজ্যে ১০১টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যে কারণে আত্মহত্যা করেছেন মডেল সাদিয়া

বাবার সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে আত্মহত্যা করেছেন উঠতি মডেল সাদিয়া ইসলাম নাজ। গত মঙ্গলবার ভোররাত পৌনে চারটায় বসুন্ধরা আবাসিকের বাসা থেকে পুলিশ তাঁর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে। তাঁর বয়স হয়েছিল ২১ বছর। এই ঘটনায় ভাটারা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। আজ বুধবার দিবাগত রাতে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

১৮ জানুয়ারি রাত ৩টার পর ৯৯৯-এর মাধ্যমে ভাটারা থানায় একটি ফোন আসে। অপর প্রান্ত থেকে মনিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি জানান, রাত ১১টা থেকে তাঁর মেয়েকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মুক্তারুজ্জান জানান, সাদিয়া বসুন্ধরার বাসায় একাই থাকতেন। কোনো কারণে বাবা-মেয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল। ঘটনা শুনে পুলিশ দ্রুত সাদিয়ার বাসায় যায়। সেখানে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে বাবার অনুমতি নিয়ে রাত পৌনে চারটায় ঘরের তালা ভাঙে তারা। ঢুকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে সাদিয়ার লাশ। রাতেই ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠানো হয়। গতকাল ময়নাতদন্ত শেষে মেয়ের লাশ খুলনায় নিয়ে যান মনিরুল ইসলাম।

এই ঘটনায় গতকাল ভাটারা থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করেছেন সাদিয়ার বাবা মনিরুল ইসলাম। সেখানে উল্লেখ করা হয়, ১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পারিবারিক বিষয় নিয়ে সাদিয়ার সঙ্গে তাঁর বাবার কথা-কাটাকাটি হয়। অভিমান ভাঙাতে রাত ১১টা পর্যন্ত মেয়ের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেন মনিরুল ইসলাম। একপর্যায়ে মেয়ে বাবার ফোন কেটে দেন। ভাটারা থানার একজন কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামের বরাত দিয়ে জানান, পারিবারিক কিছু বিষয় মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন তাঁর বাবা। মেয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অটল ছিল। কিছুটা জেদ ছিল তাঁর। একসময় সে রাগ করে ফোন কেটে দেয়। তখন মনিরুল ইসলাম আবারও মেয়েকে ফোন করেন। সাদিয়া ফোন না ধরলে তিনি বাসার কেয়ারটেকারদের মাধ্যমে জানতে পারেন, সাদিয়ার রুমের দরজায় তালা দেওয়া। তখন তিনি জরুরি ফোন কল সেবার মাধ্যমে পুলিশের সহযোগিতা নেন।'

সাদিয়ার সহকর্মী মডেল বারিশা হক জানান, করোনার মধ্যে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে সাদিয়াকে। মাসের পর মাস তাঁর কোনো কাজ ছিল না। তাঁর মা-বাবার বিচ্ছেদের কারণে সে কিছুটা ভেঙে পড়েছিল। শোকবিহ্বল বারিশা বলেন, 'সাদিয়ার যোগ্যতার মূল্যায়ন হয়নি। করোনায় তাঁর রোজগার একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় কীভাবে তাঁর দিন কেটেছে, শোবিজের কেউ সে খবর নেননি। বেঁচে থাকতে একটু খোঁজখবর নিলে সাদিয়ার মতো তরুণেরা এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পেতেন।'তিন বছর আগে স্থিরচিত্রের মডেলিংয়ের মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করেন সাদিয়া। নিয়মিত টিকটক ভিডিও বানাতেন তিনি। সম্প্রতি নীলিমা নামে একটি ব্র্যান্ডের ফটোশুটে অংশ নিয়েছিলেন। সাদিয়ারা দুই ভাই-বোন। তাঁদের বাবা আরেকটি বিয়ে করে খুলনায় বসবাস করতেন।

সুশান্তের জন্মদিন সামনে রেখে ফুটপাতের ফুলের দোকানে রিয়া

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ২২০ দিন পার হতে চলেছে। কিন্তু আজও তিনি তাঁর অসংখ্য অনুরাগীর হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন। কাল বৃহস্পতিবার সুশান্তের জন্মদিন। বেঁচে থাকলে ৩৫ বছরে পা দিতেন। তবে সুশান্তের অনুরাগীরা তাঁর জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁরা 'ওয়ান ডে ফর এসএসআর বার্থডে' ট্রেন্ড শুরু করেছেন। সুশান্তের হাজার হাজার অনুরাগী তাঁদের প্রিয় তারকার ছবি শেয়ার করে জন্মদিনের শুভকামনা জানাচ্ছেন। এদিকে এই বলিউড সুপারস্টারের প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তীও জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এক ভিডিওতে দেখা যায়, গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ধারেই এক ফুল বিক্রেতার থেকে ফুল কিনছেন রিয়া। একটি গোলাপ ফুলের তোড়া কেনেন রিয়া। ফুল কিনে বেরিয়ে আসতেই পাপারাজ্জিদের দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেন প্রয়াত অভিনেতার বান্ধবী। রিয়া বলেন, 'এখন আমি যাচ্ছি। পেছন পেছন আসবেন না।' এদিন রিয়াকে একটি ছাই রঙের সোয়েটশার্ট ও কালো রঙের লেগিংসে দেখা যায়।

ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে ভিডিওটি। সবার মনেই প্রশ্ন জাগে, সুশান্তের জন্মদিনের জন্যই কি ফুলের দোকানে হাজির অভিনেত্রী? সে যাই হোক, এই ছবি দেখে মনে হচ্ছে যে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছেন রিয়া। কেননা দীর্ঘদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে দূরে সুশান্তের এই প্রেমিকা। গত বছর ২৭ আগষ্ট শেষবার তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এক ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। এরপর রিয়া ইনস্টাগ্রাম বা টুইটারে কোনো পোস্ট করেননি। জানা গেছে, খুব শিগগির বলিউডে ফিরছেন রিয়া চক্রবর্তী। এবার বড় পর্দায় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন ও ইমরান হাশমির সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে রিয়াকে। ছবির নাম 'চেহেরে'। সম্প্রতি পরিচালক রুমি জাফেরি জানিয়েছিলেন, খুব শিগগির রিয়াকে ক্যামেরার সামনে দেখা যাবে।

১৪ জুন মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় নিজ বাসায় সুশান্ত সিং রাজপুতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, আত্মহত্যা করেছেন সুশান্ত সিং রাজপুত। আত্মহত্যার বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না সুশান্তের অসংখ্য ভক্ত। সেই তালিকায় আছেন বলিউডের অসংখ্য তারকা থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিও।

এমনকি বিহার পুলিশের ডিজিও তদন্ত শুরুর পর আত্মহত্যার কথা মেনে নিতে পারছিলেন না। অন্যদিকে একের পর এক প্রেমে ব্যর্থতা, মাদক, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, নিম্নমুখী ক্যারিয়ার, পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাসবকিছু সুশান্তকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল বলে দাবি রিয়া চক্রবর্তীর। পরে গত ৮ সেপ্টেম্বর বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে ভারতের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)। মূলত মাদকের অবৈধ ব্যবহারের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুশান্ত সিং রাজপুতের অপমৃত্যুর মামলার তদন্তে মাদক—সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত পাওয়ায় তদন্ত শুরু করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো।

ব্যস্ততার মধ্যেও ঘরের সব কাজের তদারকি দীপিকা নিজেই করেন

রণবীরের অভিযোগ, বাসায় কী আর লোক নেই? তাঁকেই কেন বাজারের তালিকা বানাতে হবে? দীপিকা নির্বিকার। অফিস সামলে বাসার ট্যাপে পানি আছে কি না, ঠিকমতো বাজার হলো কি না, ঘর গোছানো আছে কি না, সবকিছুই তাঁর পরখ করে দেখা চাই।

এখনকার বলিউডের সবচেয়ে ব্যস্ত অভিনেত্রীদের একজন দীপিকা পাড়ুকোন। অভিনয় ও প্রযোজনাদুটি নিয়েই ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে। এমন ব্যস্ততায় ঘেরা জীবনে ঘরদোরের খোঁজ নেওয়ার সময় কোথায়? কিন্তু দীপিকা করেন। পেশাদার জীবনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও ঘরের কাজের তদারকি তিনি নিজেই করেন। তাঁর ভাষ্য, নিজের শৈশবের বেড়ে ওঠার পরিবেশটা এমনই ছিল। তাই ঘরের কাজ মানে নিজেরই কাজ। ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ঘরের কাজ সামলে নেন।

গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা জানিয়েছেন, ঘরের সব ধরনের ঝামেলা তিনিই সমাধান করেন।

আমার একটা সাধারণ দিন অন্য সবার মতো করেই কাটে। কখনো আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি ট্যাপে পানি নেই, অথবা অন্য কোনো সমস্যা আছে। অন্য সবার ঘরের মতোই অবস্থা। এসব সমস্যার সমাধান আমি নিজেই করি।

দীপিকা পাড়ুকোন

যদিও রণবীর সব সময়ই বলেন, কেন তিনি ঘরের কাজের দায়িত্ব নেন? ফেমিনাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা বলেন, 'আমার একটা সাধারণ দিন অন্য সবার মতো করেই কাটে। কখনো আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি ট্যাপে পানি নেই, অথবা অন্য কোনো সমস্যা আছে। অন্য সবার ঘরের মতোই অবস্থা। এসব সমস্যার সমাধান আমি নিজেই করি। এভাবেই আমি শৈশবে বেড়ে উঠেছি। আমি জানি না, এটা কি আমি ইচ্ছা করে করি, নাকি এটা আমার স্বভাবেরই অংশ। বাড়ির কোনো কিছু প্যাকেট করা, খুচরা কিছুর অর্ডার করাসহ বাড়ি ও অফিস ব্যবস্থাপনাসব আমি নিজেই করি।' দীপিকা আরও বলেন, 'রণবীর সব সময় বলতে থাকে, কেন আমি নিজে এটা করি। কিন্তু আমি জানি না, আমি না করলে এগুলো কে করবে?'

শুধু ঘরের কাজ না, নিজেদের প্রেম নিয়েও কথা বলেছেন দীপিকা। রণবীর সিংয়ের সঙ্গে কোথায় তাঁর চোখাচোখি হয়েছিল, সেসবের ফিরিস্তিও দিয়েছেন তিনি। সঞ্জয়লীলা বানসালির 'রাম লীলা' ছবির সেটে তাঁদের প্রেমের সূচনা।

দীপিকা বলেন, 'সবাই তার ইতিবাচক এনার্জির কথা বলে। কিন্তু কেউ এটা অনুভব করে না যে এটাই সব নয়। তার যে বিষয়টি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটা হলো, আমরা আট বছর একসঙ্গে আর এখনো আমরা নিজেদের আবিষ্কার করেই যাচ্ছি। আমি মনে করি, এটাই আমাদের সম্পর্কের সৌন্দর্য। আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবে যাত্রা শুরু করিনি। আমরা ছিলাম অসম্ভব ভালো বন্ধু, যারা যুক্ত ছিলাম একই সুতোয়। যদিও আমরা একেবারেই ভিন্ন ধরনের দুজন মানুষ। এমনকি আজও আমি ভাবি না যে রণবীর আমার সম্পর্কে সবকিছু জানে। আমিও বলি না যে আমি তার সম্পর্কে সবকিছু জানি।'

২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ইতালির লেক কোমোতে রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের বিয়ে হয়। দুজনকে শিগগির একসঙ্গে দেখা যাবে কবির খানের সিনেমা '৮৩'তে। যেখানে রণবীর সিং অভিনয় করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটার কপিল দেবের চরিত্রে এবং দীপিকাকে দেখা যাবে তাঁর স্ত্রী রোমি ভাটিয়ার চরিত্রে। ছবিটি ২০২১ সালে মুক্তি পেতে পারে।

প্রেম ও বিয়ে নিয়ে যা বললেন তাপসী

অভিনয়ের বাইরেও প্রেম নিয়ে আলোচনায় থাকেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু। এই বলিউড অভিনেত্রীও যে প্রেমে করছেন, তা অজানা নয় ভক্তদের কাছে। তবে তাপসীর পছন্দ একটু ভিন্ন। তাঁর প্রেমিক ম্যাথিয়াস ডেনমার্কের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। ম্যাথিয়াস ২০১৫ সালে ইওরোপিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন।

বলিউডের কারও সঙ্গে প্রেম কিংবা বিয়েতে নারাজ তাপসী। এ কথা তিনি প্রথম আলোর মুম্বাই প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। তাপসী প্রথম আলোকে বলেছিলেন, 'আমি ইন্ডাস্ট্রির কাউকে প্রেম কিংবা বিয়ে করব না। কারণ, বিয়ের পর বাড়ির মধ্যেও সেই ফিল্মি পরিবেশের সৃষ্টি হবে। আমি চাই না বাড়িতে কাজ নিয়ে আলোচনা চলুক। দুজনের কাজের জগৎ একই হলে এই সম্ভাবনা বেশি থাকে। ব্যক্তিগত জীবন আর পেশাদার জীবনকে আমি আলাদা রাখতে চাই।'

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই বলিউড অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন, ম্যাথিয়াস তাঁর খুব কাছের একজন। তাপসী বলেছেন, 'যাঁরা আমার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের জন্মদিনের দিন আমি ছবি শেয়ার করি। ম্যাথিয়াসের ক্ষেত্রেও আমি তা করেছি। কারণ, তিনি আমার কাছের একজন।'

বিয়ে প্রসঙ্গে এই বলিউড তারকা বলেন, 'আমি যখন এ ব্যাপারে ভাবব, তখন কাজের গতি ধীর করে দেব। বছরে ৫ থেকে ৬টা সিনেমার পরিবর্তে ২ থেকে ৩টা সিনেমাতে কাজ করব। আর এভাবেই আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য সময় বের করতে পারব।'

তাপসী ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ম্যাথিয়াসের খুব একটা ছবি শেয়ার করেননি। তবে ম্যাথিয়াস এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন।

সেই 'রাজকুমারী'র চলে যাওয়ার দিন আজ

অড্রে হেপবার্ন ১৯৮৯ সালের বাংলাদেশ সফরে এসে মিশে গিয়েছিলেন এ দেশের বাচ্চাদের সঙ্গে। এক অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি দিয়ে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন তাঁর আশপাশের সবাইকেছবি: ইউনিসেফের ফেসবুক পেজ থেকেচোখে ভাসে রোমান হলিডে সিনেমার সেই দৃশ্য। পাগলের মতো ভেসপা চালাচ্ছিলেন রাজকুমারী অ্যান। পেছনে বসে ভেসপাটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন সাংবাদিক জো ব্রাডলি। সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য!রোমান হলিডের সেই "রাজকুমারী" অড্রে হেপবার্নের চলে যাওয়ার দিন আজ ২০ জানুয়ারি। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রখ্যাত এই অভিনেত্রী। ১৯৯৩ সালের ২০ জানুয়ারি ৬৩ বছর বয়সে সুইজারল্যান্ডে নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি। সেখানেই তাঁর সমাধি।১৯২৯ সালের ৪ মে বেলজিয়ামে জন্মেছিলেন অড্রে। মা—বাবা নাম রেখেছিলেন অড্রে ক্যাথলিন রুস্টন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছদ্মনাম নেন এডা ভন হেমেস্ট্রা। পরে যখন সিনেমার দুনিয়ায় প্রবেশ করলেন, পরিচিতি পেলেন অড্রে হেপবার্ন নামে। গত শতকের প্রতিভাবান এই অভিনেত্রী ও ফ্যাশন আইকনের অভিনয় যেমন ছিল সাবলীল, তেমনি তাঁর দ্যুতিময় চাহনি সহজে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। শৈশবে মা—বাবাকে একসঙ্গে বেশি দিন পাননি অড্রে। মা—বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর অড্রেকে নিয়ে তাঁর মা চলে যান লন্ডনে।এক আলোকচিত্রীর মডেল হিসেবে কাজ শুরু করেন অড্রে। ব্রিটিশ থিয়েটারে কোরাস গার্ল হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর সুযোগ পেয়েছিলেন সিনেমায়। তবে অড্রে হেপবার্নের জীবনের মোড় ঘুরে যায় রোমান হলিডেতে অভিনয়ের পর।সে ছবিতে প্রযোজকেরা প্রথমে এলিজাবেথ টেলরকে নিতে চাইলেও পরিচালক উইলিয়াম উইলারের অড্রেকে স্ক্রিন টেস্টে ভালো লেগে যায়। ছবিতে সাংবাদিক জো ব্রাডলি চরিত্রে অভিনয় করা গ্রেগরি পেক আগেই বলেছিলেন, অড্রে তাঁর এই অভিনয়ের জন্য অস্কার পাবেন। তাই হয়েছিল, অড্রে ১৯৫৪ সালে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই সেরা নারী অভিনয়শিল্পী হিসেবে প্রথমবারের মতো জিতে নেন অস্কার, বাফটা আর গোল্ডেন গ্লোবতিনটি পুরস্কার।

এ ছাড়া তিনি অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন ব্রেকফাস্ট অ্যাট টিফানিস, শ্যারেড, দ্য চিলড্রেনস আওয়ার, প্যারিস হোয়েন ইট সিজলস, দ্য নানস স্টোরি, ফানি ফেস, হাউ টু স্টিল আ মিলিয়ন, মাই ফেয়ার লেডির মতো ছবিগুলোয়। অভিনয় করেছেন ওয়ার অ্যান্ড পিস সিনেমায়ও। তবে এক রোমান হলিডের জন্যই আলাদা করে মনে রাখতে হবে অড্রে হেপবার্নকে। এই সিনেমার জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন তখনকার সময়ের ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার।লন্ডনের তরুণ শিল্পপতি জেমস হ্যানসনের প্রেমে পড়ে যান অড্রে হেপবার্ন। কিন্তু বেশি দিন টেকেনি তাঁদের প্রেম। পরে একে একে প্রযোজক মাইকেল বাটলার, উইলিয়াম হোলডেন, অভিনেতা মেল ফেরার, ইতালিয়ান মনোবিদ আন্দ্রে ডট্টির সঙ্গে প্রেম হয়েছিল অড্রের। নিদারুণ এক বিষণতায় ভরা ছিল তাঁর জীবন। একা থাকতে ভালোবাসতেন। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "প্রায়ই আমাকে একা থাকতে হতো।

বুধবার ত্রিপুরা স্পোর্ট কুলের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। ছবি- নিজস্ব।

পাহাড় কাঁপছে ঠাণ্ডায়, এক ধাক্কায় ৫ ডিগ্রি পারদ বাড়ল তিলোত্তমায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): এক ধাক্কায় কলকাতায় ৫ ডিগ্রি বাড়ল তাপমাত্রা। ফলে আচমকাই শীতের আমেজ উধাও হয়ে গেল তিলোত্তমা থেকে। সঙ্গী আবার কুয়াশা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বুধবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি। আগামী ৪৮ ঘণ্টা শীত ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ৪৮ ঘন্টা এমনই থাকবে কলকাতার আবহাওয়া। কিন্তু, এমনটা কেন? বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প নিয়ে ঢুকছে হাওয়া। সেই কারণে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশার চাদর দেখা গিয়েছে। বেড়েছে তাপমাত্রা। শুক্রবার থেকে আবার ধীরে ধীরে নামতে পারে তাপমাত্রা।

কলকাতা থেকে শীত উধাও হয়ে গেলেও, ঠাণ্ডায় কাঁপছে পাহাড়। শীতের কাঁপুনি বজায় রয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি হয়েছে। সিকিমে শুরু হয়েছে তুষারপাত। বুধবার উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় কুয়াশা ছিল। কিছু এলাকায় একপশলা বৃষ্টিও হয়েছে। পাশাপাশি, বরফের চাদরে ঢেকেছে সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকা। মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকেই নাথুলা, ছাঙ্গু ছাড়াও নাথাং ভ্যালিতে তুষারপাত শুরু হয়েছে। ফলে ছাঙ্গু যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া বন্ধ রেখেছে সেনাবাহিনী।

ভারতে ১৮.৮৫-কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৯৬.৭০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): টিকাকরণের মধ্যেই ভারতে প্রতিদিনই কমছে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা। একইসঙ্গে করোনা-টেস্টের মাধ্যমে নতুন রোগীও শনাক্ত হচ্ছে। ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১৮.৮৫-কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৬৪,১২০টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৮,৮৫,৬৬,৯৪৭-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার হার দ্রুত বাড়ছে। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৬,৯৮৮ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৭০ শতাংশ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫২,৭১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৬২ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০২,৪৫,৭৪১ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৯৭,২০১ জন করোনা-রোগী (১.৮৬ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিশ্বের ৬০টি দেশে করোনার নতুন স্ট্রেনের সন্ধান মিলেছে : হু

জেনেভা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেন (প্রজাতি) আতঙ্ক ক্রমশই বাড়াচ্ছে সমগ্র বিশ্বে। ব্রিটেনের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে করোনার নতুন স্ট্রেনের সন্ধান মিলেছে। বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। বিগত এক সপ্তাহের মধ্যেই বিশ্বের নতুন ১০টি দেশে করোনার নয়া স্ট্রেনের সন্ধান মিলেছে। সবমিলিয়ে বুধবার পর্যন্ত মোট ৬০টি দেশে নতুন করোনা স্ট্রেনের সন্ধান মিলেছে।

করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেন খুব দ্রুত ছড়াতে সক্ষম। এটাই সবথেকে বেশি চিন্তার। নতুন স্ট্রেন থেকে বাঁচতে ব্রিটেনে এই মুহূর্তে কড়া লকডাউন চলছে। এরইমধ্যে ব্রিটেনের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে করোনার নতুন স্ট্রেন ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন স্ট্রেনের সংক্রমণ রুখতে সতর্ক রয়েছে বিশ্বের সমস্ত দেশ।

মমতার ''মাওবাদী'' মন্তব্যের সমালোচনা তথাগতর, কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): "বিজেপি মাওবাদীদের চেয়েও ভয়ঙ্কর", মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের সমালোচনা করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। পুরুলিয়ার জনসভায় গেরুয়া শিবিরকে নিশানা করতে গিয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মাওবাদীদের থেকেও ভয়ঙ্কর বিজেপি।' লোকসভা ভোটে জঙ্গলমহলের মানুষকে বিজেপি ভুল বুঝিয়েছে বলে অভিযোগ করে মমতা বলেন, পুরুলিয়ার বহু মানুষের মনেই মাওবাদী হামলার স্মৃতি এখনও স্পষ্ট।

বুধবার তথাগতবাবু টুইটে লেখেন, "মনে পড়ে পিসি, ২০০১ সালে হাওয়াই চটি দেখিয়ে রেলমন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেবার পরে আবার অটলজির হাতে পায়ে ধরে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী, তারপর কয়লামন্ত্রী হয়েছিলেন? তারপর ২০০৩ সালে আমার সঙ্গে এক গাড়িতে পোলবায় পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন?' তৃণমূল নেত্রীর এহেন মন্তব্যে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, ''বিজেপি কী সেটা সারা দেশের লোক জানে। ২৪ কোটি লোক ভোট দিয়েছে লোকসভায়। পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ভোট দিয়েছেন। আগামী দিনে বিজেপিকেই ক্ষমতায় আনবে। যারা মাওবাদীদের এনে ক্ষমতায় এসেছিল, তাদের বিসর্জন দেবে।"

কনেযাত্রীর গাড়ির উপর উল্টে গেল ট্রাক, ধুপগুড়িতে মৃত্যু ১৪ জনের

জলপাইগুড়ি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.)।।বৌভাতের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে পাথরবোঝাই ডাম্পার ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে অকালেই প্রাণ হারালেন ১৪ জন। মঙ্গলবার রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি শহরে, জলঢাকা সেতুর কাছে। মৃতদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা ছাড়াও তিনটি শিশুও রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে তিনটি ছোট গাড়িতে করে ধূপগুড়ির ময়নাতলি এলাকায় বৌভাতের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন কনেপক্ষের আত্মীয়রা। রাস্তা ফাঁকা থাকায় উল্টো দিকের লেন ধরেই গাড়িগুলি যাচ্ছিল। সেই সময় সঠিক লেন ধরেই উল্টো দিক থেকে ১০ চাকার একটি পাথরবোঝাই ডাম্পার ময়নাগুড়ির দিকে যাচ্ছিল।

জলঢাকা সেতুর কাছে কনেযাত্রীদের একটি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে ডাম্পারটির। ফলে ডাম্পার ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে উঠে কাত হয়ে যায়। সেই সময় পাশ কাটিয়ে কনেযাত্রীদের বাকি দু''টো গাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করতেই ডাম্পারটি গাড়ি দু''টোর উপর উল্টে যায়। যাত্রী-সহ ডাম্পারের তলায় চাপা পড়ে যায় গাড়ি দুটো। খবর পাওয়া মাত্রই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন ধূপগুড়ি থানার আইসি। উদ্ধারকাজের জন্য নিয়ে আসা হয় বেশ কয়েকটি ক্রেন। দ্রুত উদ্ধারকাজের জন্য আরও পুলিশবাহিনী আসে। স্থানীয়রাও উদ্ধারকাজে হাত লাগান। ক্রেনে দিয়ে ডাম্পারটিকে তোলার পর পাথর সরিয়ে আহতদের উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়। আহতদের প্রথমে ধূপগুড়ি হাসপাতালে এবং পরে জলপাইগুড়ি হাসাপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ সূত্রের খববর, দুর্ঘটনাস্থলেই তিনটি শিশু-সহ ১২ জনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালের পথে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়। নিহতরা ময়নাগুড়ির চূড়াভাণ্ডার, রানিরহাট মোড় এবং মালবাজারের ডামডিম এলাকার বাসিন্দা। এই দুর্ঘটনার জেরে এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এ দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চলাচল বন্ধ ছিল।

জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, "দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ডাম্পারের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "আহতদের মধ্যে ৫ জন ধূপগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১১ জন জলপাইগুড়ি জেলার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।" প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, কনেযাত্রীদের গাড়িগুলি উল্টো লেন ধরে যাওয়ার ফলেই দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায়। তিনি জানান, "দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৪ জন মারা গিয়েছেন। গোটা বিষয়টি আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি।'

যেনতেন প্রকারেণ কৃষকদের রুখতে চাইছে বিজেপি সরকার : শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এবার কর্ণাটকে আন্দোলনমুখী হলেন অন্নদাতারা। কর্ণাটকের বিভিন্ন জেলা থেকে বেঙ্গালুরু অভিমুখে আসছেন কৃষকরা। যদিও, কৃষকদের বেঙ্গালুরু আসতে বাধা দিচ্ছে পুলিশ, এমনই অভিযোগ কংগ্রেসের। তাই কৃষকদের উদ্দেশে কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার জানিয়েছেন, ''কৃষকদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা যেখানেই আসছেন, সেখানেই হাইওয়ে, রাস্তা অবরুদ্ধ করুন। আন্দোলন শুরু করুন।"

ডি কে শিবকুমার জানিয়েছেন, ''আমার কাছে অনেক ফোন এসেছে, জানানো হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বেঙ্গালুরু আসছেন কৃষকরা, কিন্তু বেঙ্গালুরু আসতে কৃষকদের বাধা দিচ্ছে পুলিশ।" বি এস ইয়েদুরাপ্পা সরকারকে আক্রমণ করে ডি কে শিবকুমার বলেছেন, ''যে কোনও মূল্যে কৃষকদের আটকাতে চাইছে বিজেপি সরকার। আন্দোলনকারীদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা সাঙ্গোলি রায়ান্না মূর্তির পাদদেশে আসুন এবং আন্দোলনে অংশ নিন।" যাঁদের মাঝপথেই আটকে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে শিবকুমার বলেছেন, ''আপনারা যেখানেই আসছেন, সেখানেই হাইওয়ে, রাস্তা অবরুদ্ধ করুন।"

৪৮ বছরে জীবনাবসান প্রয়াত রাজস্থানের বিধায়ক গজেন্দ্র সিং শক্তাওয়াত

জয়পুর, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ দিন ধরেই লিভার সংক্রমণে ভুগছিলেন রাজস্থানের কংগ্রেস বিধায়ক গজেন্দ্র সিং শক্তাওয়াত, বুধবার সকালে দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে গজেন্দ্র সিং শক্তাওয়াতের বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি করোনাভাইরাসেও আক্রান্ত ছিলেন। পরিবার সূত্রের খবর, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন গজেন্দ্র, বুধবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। রাজস্থানের উদয়পুরের বল্লভনগর আসনের বিধায়ক ছিলেন তিনি।

কংগ্রেস বিধায়কের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শচিন পাইলট প্রমুখ। অশোক গেহলট টুইট করে শোকবার্তায় জানিয়েছেন, ''কংগ্রেস বিধায়ক গজেন্দ্র সিং শক্তাওয়াতের অকাল-প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে গজেন্দ্র-সহ মোট ৩ জন কংগ্রেস বিধায়ক রাজস্থানে প্রয়াত হয়েছেন। কিছু দিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক মাস্টার ভানওয়ার লাল মেঘওয়াল ও কৈলাশ ত্রিবেদী এবং বিজেপি বিধায়ক কিরণ মাহেশ্বরী। কংগ্রেসের ৩ জন এবং বিজেপির একজন বিধায়কের মৃত্যুর কারণে রাজস্থানে ৪টি আসনে উপ-নির্বাচন হবে।

মুর্শিদাবাদে যাত্রীভর্তি চলন্ত বাসে আগুন

নবগ্রাম, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের উপর আচমকাই চলন্ত অবস্থায় যাত্রী ভর্তি সরকারি বসে আগুন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেয়ে উদ্ধার কাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নবগ্রাম থানার পুলিশ ও দমকল। তবে কেউ হতাহত হননি। সব যাত্রীরাই সুস্থ আছেন।

জানা যায়, নবগ্রামের গোগ্রাম এলাকায় সকাল ৯টা নাগাদ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর একটি যাত্রী ভর্তি সরকারি বাসে আগুন লেগে যায়। বাসটি রানাঘাট থেকে রায়গঞ্জ দিকে যাচ্ছিল। স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান যাত্রীরা। তবে ব্যাগ ও জিনিসপত্র পুড়ে যাওয়ায় ক্ষতি হয়েছে বেশ কয়েকজন যাত্রীর। দমকল আসার আগেই বাসটির ভেতরের বেশিভাগ অংশ ভস্মীভূত হয়ে যায়। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, বাসের ইঞ্জিন থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে।

ধোলাই আর পালিশ দুটোই হবে, অনুব্রতকে কড়া হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার

সিউড়ি, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে যখন বিজেপি কর্মীদের ''ঠেঙিয়ে পগার পার করে দেওয়ার'' নিদান দিচ্ছে , ঠিক তখনই আবার পাল্টা আসছে বিজেপি শিবির থেকে। আর এই পাল্টা দিতে গিয়েই বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি রাজু ব্যানার্জি জানিয়ে দিলেন ''ধোলাই আর পালিশ দুটোই হবে''।

বুধবার বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি রাজু ব্যানার্জি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে সিউড়িতে আসেন। আর সেখানে এসে সরাসরি অনুব্রত মণ্ডলকে কড়া হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, 'গুন্ডাকে কি বার্তা দেওয়ার আছে। শোলের ডায়লগটা মনে আছে তো? চাক্কি পিসিং আর পিসিং। আর ৬ মাস পর তাই করতে হবে।' এর সাথে সাথেই তিনি বলেন, 'উনি বীরভূমে যে অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন তা এখানকার মানুষ একুশের ভেঙে দেবে। তিনি তো বিভিন্ন মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন। আমাকেও তো নাকি সাংবাদিকদের মাধ্যমে বলেছেন মেরে হাত-পা ভেঙে দেবে। আমি তো পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, তিনি এবং তার গুন্ডারা যদি বুথে লুট করতে যায় তাহলে কিন্তু ধোলাইও হবে আর পালিশও হবে।'

অন্যদিকে এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সকলকে আশ্বস্ত করার জন্য জানান, 'বীরভূমের মানুষ এবার ফ্রী অন্ড ফেয়ার নির্বাচন দেখবে। দিদির পুলিশে ভোট হবে না, দাদার পুলিশে ভোট হবে। বীরভূমের ১১ টি আসনের মধ্যে ১১ টিতেই ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করবে।

পুরুলিয়াকে পর্যটনের মানচিত্রে তুলে ধরতে আর্জি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুরুলিয়া, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : রাঙামাটি, শিমুল-পলাসের পুরুলিয়াকে রাজ্যে পর্যটনের মানচিত্রে আরও তুলে ধরতে আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার, পুরুলিয়ার বেলগুমাতে অবস্থিত পুলিশ লাইন থেকে ৩৭ টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন যে, পুরুলিয়া জেলায় অনেক বেড়ানোর জায়গা আছে। অনেকেই আসেন। কিন্তু থাকার জায়গা, হোটেলের অভাব রয়েছে। এই জেলায় থাকার আরও জায়গা বাড়াতে হোটেল-মালিকদের সংগঠনের সঙ্গে কথা বলতে জেলাশাসককে নির্দেশ দেন। 'হোম স্টে' বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়ার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ছয়ের পাতায়

লকগেট বিপর্যয়ে জলশুন্য ব্যারেজে মাছ বেরিয়েছে, দুর্গাপুর ব্যারেজে মাছা ছাড়ার দাবীতে সরব মৎস্যজীবিরা

দুর্গাপুর, ২০ জানুয়ারী:- লকগেট বিপর্যয়ে দরুন জলশূন্য করায় ব্যারেজ থেকে বেরিয়ে গেছে মাছ। আর তার ফলে বিপাকে দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্ভরশীল মৎস্যজীবিরা। টান পড়েছে রুজিতে। প্রায় তিন মাস পরও ছাড়া হয়নি কোন মাছ। আর তাই দুর্গাপুর ব্যারেজে মাছ ছাড়ার দাবীতে সরব হল মৎস্যজীবীরা।

বুধবার দুর্গাপুর মহকুমাশাসক দফতরে মিছিল করে বিক্ষোভ দেখাল পশ্চিম বর্ধমান জেলা মৎস্যজীবী সমিতি। মৎসজীবীদের সঙ্গে বিক্ষোভে সামিল ছিল দুর্গাপুর পূর্বের সিপিএম বিধায়ক সন্তোষ দেব রায়।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসের শেষের দিকে

দামোদর নদের ওপর দুর্গাপুর ব্যারেজের লকগেট ভেঙে বিপত্তি ঘটে। ফলে হু হু করে বেরিয়ে পড়ে জলাধার জল। জলশূন্য হয়ে পড়ে হয় ব্যারেজ। আর তাতে ব্যারেজে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ জলের স্রোতে দামোদর নীম্ন তীরবর্তী এলাকায় নেমে যায়। জলাধারে আবাসিক মাছ চলে যাওয়ায় নতুন করে ওই মাছের প্রজনন হওয়ার আশা যেমন নেই, তেমনই নতুন করে মাছের চারা ছাড়া হলে তা বড় হতে সময় সাপেক্ষ। জলাধারে মাছ থাকায় একপ্রকার কর্মহীন মৎস্যজীবিরা। চরম জীবিকা সংকটে পড়েছেন তারা। ব্যরেজ সংলগ্ন দুর্গাপুর অন্ডাল, আশীষনগর, বড়জোড়া এলাকায় প্রায় ১ হাজার মৎস্যজীবি রয়েছে। তাদের জীবনজীবিকা ব্যারেজের ওপর নির্ভর। এদিন মৎস্যজীবিরা জানান,' ব্যারেজে লাভজনক মাছ মুলত বোয়াল, আড়, শোল, বান, বাটা, চিংড়ি। ওইসব মাছ আবাসিক। ব্যারেজে প্রজনন হত। এখন ওইসব মাছের বংশবৃদ্ধি হবে না। নতুন করে মাছ ছাড়লে তা বড় হতে ৬মাস থেকে ১ বছর সময় লাগবে। ততদিন আমাদের আয়ের কোন উৎস নেই। চরম সঙ্কটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা।'

প্রসঙ্গত, গত ২০১৭ সালের ২৪ নভেম্বর দুর্গাপুর ব্যারেজের ১ নং লকগেট বিপর্যয় হয়। তখনও জলশূন্য করা হয় ব্যারেজ। ফলে ওইসময় প্রচুর মাছ জলের স্রতো চলে যায়। তখনও প্রায় কোটি টাকার মাছ জলস্রোতে গিয়েছিল বলে দাবী মৎস্যজীবিদের। শুধু তাই নয় ওইসময় ব্যারেজের বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়েছিল। নষ্ট হয়েছিল ব্যারেজের বহু জলজ জীব। প্রচুর আবাসিক মাছ। তারপর তিনবছর পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় ৩১ অক্টোবর। যার দরুন একইরকমভাবে জলস্রোতে নেমে যায় ব্যারেজের মাছ। ফলে একই সঙ্কটের মুখে ব্যারেজের জীব বৈচিত্র। জেলা মৎস্য দফতর সুত্রে জানা গেছে, ২০১৭ লকগেট বিপর্যয়ের পর বিশেষ প্রকল্পে পরের বছর ৭ লক্ষ ২০ হাজার মাছ ছাড়া হয়েছিল। ৩-৫ ইঞ্চি মাপের চারা মাছ দুর্গাপুর ও অন্ডাল মিলিয়ে চারটি জায়গায় ছাড়া হয়েছিল। এছাড়াও ২০১৯ অর্থ বছর ৬০ হাজার চারা মাছ ছাড়া হয়েছিল। ওইসব মাছ একবছরে কমপক্ষে ৫০০-৭৫০ গ্রাম ওজনের হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়াও বর্ষার জলস্রোতে বিভিন্ন পুকুর জলাশয় থেকেও নানান মাছে ঢোকে ব্যারেজে। আবার ব্যারেজেই পুরোনো মাছ প্রজনন হয়। স্বাভাবিকভাবে ব্যারেজ জলশূন্য হওয়া লোকসান যেমন হয়েছে। তেমনই করোনা আবহে নতুন করে বিপাকে পড়েছে ব্যারেজের মৎস্যজীবিরা। নতুন করে মাছ ছাড়া হলেও ওই মাছ বড় হতে ৬ মাস থেকে ১ বছর লাগবে। ততদিন আপাতত একপ্রকার কর্মহীন মৎস্যজীবিরা। এদিনের কর্মসূচি শেষে বিক্ষোভকারীরা দুর্গাপুর মহকুমাশাসক''কে একটি স্মারকলিপি দেয়।

পশ্চিম বর্ধমান জেলা মৎসজীবী সমিতির পক্ষ থেকে সরেশ আকুঁড়ে বলেন, 'আমরা কয়েকশো মৎসজীবি মিছিল করে মহকুমাশাসকের দপ্তরে গিয়েছিলাম। ব্যারেজে নতুন করে চারা মাছ ছাড়া সহ বেশকিছু দাবিদাওয়া আমাদের রয়েছে সেগুলি লিখিতভাবে জানিয়েছি। ব্যারেজের সহ মহকুমা জুড়ে পুকুর ও জলাশয়ে যে সমস্ত মৎসজীবিরা এই পেশায় যুক্ত তাঁদের সকল''কে সরকারি সবরকম সুযোগসুবিধা দিতে হবে।' দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অর্ঘ্যপ্রসুন কাজী জানান,' বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উর্ধতন আধিকারিকের কাছে পাঠানো হয়েছে।' পশ্চিম বর্ধমান জেলা মৎস্য আধিকারিক পার্থ কুন্ডু বলেন,' ব্যারেজে মাছ ছাড়ার জন্য ৩৬ লক্ষ টাকার একটি প্রস্তাব রাজ্য মৎস্য দফতরে পাঠানো হয়েছে। সেটা অনুমোদন হলেই মাছ ছাড়া হবে।'

জঙ্গলমহল উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঝাড়গ্রাম,২০ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার সপ্তমবর্ষ জঙ্গলমহল উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন ছোট একাটা বোমা পটকে ছিল তাতেই বিগত,প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দৌড়েছিল।এখানে অনেক বীর পুঙ্গব আছে যারা এখন বীরের ভূমিকা পালনের চেষ্টা করছে।বলছেন আমরা সহ বীর ছিলাম।আসল বীর এই অংশের মানুষেরা।তারাই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।তারই পরিবর্তনে সামিল হয়েছেন।তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন মমতা বন্ধ্যোপাধ্যায়।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী জঙ্গলমহেলর মানুষদের বীরের সম্মান দিলেন।জঙ্গলমহলে পরিবর্তনের মূল কান্ডারি এলাকার মানুষ বলেই জানান।এদিন বিকেলে ঝাড়গ্রাম শহরের ননিবালা বিদ্যালয়ের মাঠে সপ্তম বর্ষ জঙ্গলমহল উৎসাবের সুচনা করেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাছর এক উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়।পশ্চিমঅঞ্চলের অন্তর্গত চব্বিশটি ব্লকের শিল্পীরা এই উৎসবে সামিল হন।তাদের হাতে হাতে তুলে দেওয়া হয় ধামসা,মাদল সহ বাদ্য নানা বাদ্য যন্ত্র। উৎসবে রয়েছে একটি কারিগরি হাট,বিয়াল্লিশটি বিভিন্ন সরকারি দফতরের স্টল,কুড়ি নানা ধরেনের খাওয়ার দোকান রয়েছে। এছাড়াও পাঁচটি জেলার পর্যটন বিষয়ক সুজ্জিত স্টল রয়েছ। এর সাথে রয়েছে প্রতিদিন তিনজন মনিষীর উপর লেজার শো।সব মিলেয়ে করোনা পরবর্তি মানুষ ভয়,ভীতি কাটিয়ে আসছেন উৎসব প্রাঙ্গনে।

এদিন উৎসবের সুচনার দিনে কয়েক হাজার লোক শিল্পীদের বর্নময় নানা নৃত্য প্রদর্শন ছিল একটি অন্যতম আকর্ষন। এদিন মুখ্যন্ত্রীর হাত ধরে ভার্চুয়ালি মেলার উদ্বোধন হয় পুরুলিয়া থেকে।পরে বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রী মেলার সুচনা করে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়েছ।শিক্ষা মন্ত্রীর হাত থেকে বিভিন্ন সংগীত দল বাদ্য যন্ত্র নেন।শিক্ষা মন্ত্রী নিজের ধামাসা বাজান।এদিন শিক্ষা মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জঙ্গল মহলের সার্বিক উন্নতির দিকটি তুলে ধরেন।শিক্ষা,স্বাস্থ্য,রাস্তা সব বিবিধ ক্ষেত্রে জঙ্গলমহলের উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন।তিনি জানান৪৭৫ জন সাঁওতালি ভাষার শিক্ষার নিয়োগ হবে।বলেন " উৎসবের এই স্টল থেকে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে ধরবেন,বিক্রি হবে।গত বছর এখান থেকে আঠাশ লক্ষ টাকা ব্যবসা হয়েছে।এবার সেটাও ছাপিয়ে যাবে।জঙ্গল সুন্দরীর প্রতি আকর্ষন তৈরি হয়েছে।পর্যটকরা আসছেন।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সর্বিক উন্নয়নে এগিয়ে এসেছেন।বাংলার সংস্কৃতি,আদিবাসী মানুষ,তপশিলী মানুষ, অর্থনৈতিকভেবে পিছিয়ে থাকা মানুষ সহ সকলের সংস্কৃতি,ঐতিহ্য, ইতিহাস যারা ধ্বংস করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে , মুষ্ঠিবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করতে হবে।"

এদিন জঙ্গলমহল উৎসব থেকে মানুষের মধ্যে ঐক্যের সুর বেঁধে দেন শিক্ষা মন্ত্রী।অন্যদিকে ছত্রধর মাহাতো বলেন " আজ যারা বহিরাগত তারা নিজেদের মুক্তিসূর্য,ভূমিপুত্র বলে জাহির করছে।তাদের চিনে রাখুন।তারা আসছে লুটেপুটে খেতে।জঙ্গলমহলের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় ফিরে এসেছে।জঙ্গলমহলের সর্বত্র যেনে ধামসা,মাদলের আওয়াজ শুনতে পাই।"এদিন সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন শিক্ষা মন্ত্রী।" গদ্দার কো গলি মারো" এই প্রসঙ্গে বলেন " এর থেকে খারাপ শব্দ শুভেন্দু অধিকারী সবাই বলছে।ভাষা সন্ত্রাশ যেটা চলছে সেটার আমদানীকারক বিজেপি।এই যে শব্দ সন্ত্রাশ চলছে তা কখনো গনতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্য কর নয়।" ঝাড়গ্রামে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর পাল্টা সভা তৃণমূল করবে কিনা সেই বিষয়ে বলেন " বিনা পয়সায় প্রচার দেওয়া সংবাদ মাধ্যমের কোন কোন অংশ করছে।"সাংসদকে আমন্ত্রন করা হয় নি এই বিষয়ে বলেন " আমি আয়োজক নই ,আমন্ত্রিত।মুখ্যমন্ত্রীই আমন্ত্রন পান না বহু অনুষ্ঠানে।"এদিন সুচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাধবী বিশ্বাস,জেলা শাসক আয়েষা রানী,পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের ভাইস চেয়ারম্যান ,বিধায়ক দুলাল মুর্ম,বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ হেমরম, প্রাক্তন সাংসদ উমা সোরেন,পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব সুব্রত বিশ্বাস সহ প্রমুখ।

মহানিষ্ক্রমণ সংক্রান্ত ১২টি ফাইল রাজ্য সরকার প্রকাশ করেনি, দাবি নেতাজি গবেষকের

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.): নেতাজি অন্তর্ধান সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশের দাবিতে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। এ বিষয়ে দলীয় সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কটাক্ষ দেগেছেন। বলা ভালো বঙ্গীয় রাজনীতিতে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেয়েছে। নেতাজির অন্তর্ধান সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল কেন্দ্রীয় সরকার এখনো প্রকাশ করেনি বলেও অভিযোগ করেন শুখেন্দু শেখর রায়।

এই প্রসঙ্গে নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড় জয়ন্ত চৌধুরী বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত ৩০৩টি নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশ্যে এনেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ৬৪টি ফাইল প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু নেতাজির মহানিষ্ক্রমণ সংক্রান্ত ১২ ফাইল রাজ্য সরকার এখনো প্রকাশ করেনি। এই ফাইলগুলি মুখার্জি কমিশনে আনা হয়েছিল। নেতাজির অন্তর্ধান সম্পর্কে বলতে গিয়ে জয়ন্ত বাবু আরো জানিয়েছেন, ভারত সহ গোটা বিশ্বে নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে সর্বমোট ১১ কমিশন গঠন করা হয়েছিল। বিদেশে গঠিত হওয়া একাধিক কমিশন বিমান দুর্ঘটনার তত্ত্বকে খারিজ করে দিয়েছে।

উল্লেখখ করা যেতে পারে পরাধীন ভারতের কিংবদন্তি দেশনায়ক ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তার ব্যক্তিত্ব এবং মহিমা আজও জনমানসকে অনুপ্রাণিত করে চলে।

কর্মচারী হয়ে যদি থাকতে চান, তাহলে তৃণমূলে থাকুন, নাহলে বিজেপিতে আসতেই হবে : রাজীবকে বার্তা শুভেন্দুর

চন্দননগর, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : নজর একুশের নির্বাচন। এরই মাঝে তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে বেশ কয়েকদিন ধরে বেসুরো বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মাঝে বুধবার চন্দননগরে এক জনসভায় যোগ দিয়ে বন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপিতে আসার আমন্ত্রণ জানান বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্য জুড়ে হাওয়া লেগেছে নির্বাচনের। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি। আর এবার রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপিতে আসার আহ্বান জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ায় জিতেছিল। শুনছি নাকি সে এখন বেসুরো। এদিন সকালে দেখলাম প্রবীর ঘোষালও নাকি বেসুরো। সবাই বেসুরে গান গাইছে না। রাজীব কী করবে আমি জানি না। আমি বলব কর্মচারী হয়ে যদি থাকতে চান, তাহলে তৃণমূলে থাকুন। নাহলে বিজেপিতে আসতেই হবে"।

উল্লেখ্য, একাধিকবার বেসুরো হতে শোনা গিয়েছে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তৃণমূলের অভ্যন্তরে যে তাঁর কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে, তাও জনসমক্ষে বলতে শোনা যায় রাজ্যের বনমন্ত্রীকে। একাধিক মন্ত্রিসভার বৈঠকেও গরহাজির থেকেছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

এন ডি আর এফের প্রশংসায় নিত্যানন্দ রাই

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর এনডিআরএফ এর ভুয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। এই বাহিনীর প্রশংসা করে তিনি জানিয়েছেন যে এই বাহিনীর জওয়ানদের কার্য কৌশলে ফলে গত বছর আসা বিভিন্ন বিপর্যয়গুলিতে জীবন এবং সম্পত্তির লোকসান নূনতম পর্যায়ে থেকেছে। এনডিআরএফ এর ১৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, এনডিআরএফ যে উচ্চমানের

ছয়ের পাতায়

মানুষ রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়েছে: মুকুল রায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : সাধারণ মানুষ রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দ্বারা ভোট করানোর জন্য আবেদন জানাতে চান বিজেপি নেতা মুকুল রায়। বুধবার ফের একবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবি তুললেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষ রাজ্য পুলিশের ওপর আস্তা হারিয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করবো। যত তাড়াতাড়ি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় দায়িত্ব নেবে তত বাংলার মানুষ একটু হলেও সুরক্ষিত বোধ করবে। এই সুরক্ষা শারীরিক সুরক্ষায় নয়। রাজনৈতিকভাবে সাধারণ মানুষকে চাপে রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী গেলে অনেকটাই ভয় কাটবে।'

গতকালই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন মুকুল বাবু। সেখানে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা অবনতির প্রসঙ্গে নালিশ জানান তিনি। এদিকে আজকেই কলকাতায় এসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তাঁদের সঙ্গেও দেখা করার কথা রয়েছে তাঁর। অন্যদিকে মার্চের শেষেই বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাংলার পুলিশ ব্যবস্থা নিয়ে বাংলার মানুষের অনিহা আছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হলে মানুষ কিছুটা সস্তি পাবে।'

প্রসঙ্গত, এদিন সিনিয়র বিনিযোগকারী বিজেপিতে যোগ দিলেন। আদিত্য বিড়লার ভাইস প্রেসিডেন্ট রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগ দান করেন। এছাড়াও ডঃ দেবাশিস মোদক, মোহাম্মদ হানিফ, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন।

কলকাতা সফরে হাজির নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : ইতিমধ্যে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। একুশের নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই উৎসাহের অন্ত নেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে। আর এবার নির্বাচনের প্রস্তুতি খুঁটিয়ে দেখতে বুধবার কলকাতায় এলেন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরেই রাজ্য জুড়ে বেজে যাবে ভোটের দামামা। দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই অসম থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরার সহ কমিশনের ফুল বেঞ্চ। অন্যদিকে, আগেই এদিন বেলা একটা নাগাদ কলকাতায় এসে পৌঁছান উপ নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন ও নির্বাচন কমিশনের সচিব।

সূত্রের খবর, বুধবার সন্ধ্যার দিকে তাঁদের বৈঠক করার কথা এডিজি ও সিও আরিজ আফতাবের সঙ্গে। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জেলার ডিএম-এসপিদের পাশাপাশি প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক সারবে নির্বাচন কমিশনের ফুল। বিভিন্ন রাজ্যনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও কথা হতে পারে। শুক্রবার, রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে কমিশনের বৈঠক হওয়ার কথা। ওই বৈঠকে হাজির থাকার কথা রাজ্য পুলিশের ডিজি-রও। এরপর শুক্রবারই কমিশনের ফুল বেঞ্চের আবার ফিরে যাওয়ার কথা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

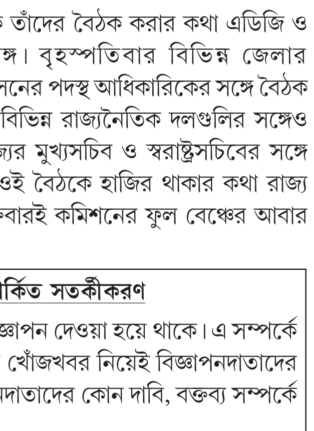

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জঙ্গলমহল উৎসবে আমন্ত্রণ না পেয়ে ক্ষুব্ধ সাংসদ কুনার হেমব্রম

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : জঙ্গলমহল উৎসবে আমন্ত্রণ না পেয়ে ক্ষোভ জানালেন স্থানীয় সাংসদ কুনার হেমব্রম। প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার নিয়ে। বুধবার জঙ্গলমহল উৎসবে মেলেনি আমন্ত্রণ। তাই বাধ্য হয়ে দর্শকাসনে বসে অনুষ্ঠানে অল্প সময়ের জন্য অংশ নিলেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি সাংসদ কুনার হেমব্রম। বেজায় ক্ষুব্ধ তিনি। রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন সাংসদ।

সপ্তম বর্ষের জঙ্গলমহল উৎসবের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ওই উৎসবে আমন্ত্রণ না পেয়েও আসেন কুনারবাবু। দর্শকাসনে বসে সেখান থেকেই উদ্বোধনের আগে অনুষ্ঠানের সামান্য কিছু অংশ দেখেন। আমন্ত্রণ না পেয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে মাত্র ৩০ মিনিট পর উৎসব শুরুর আগেই অনুষ্ঠানস্থল ছেড়ে চলে যান। রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, "আমন্ত্রণ জানানো হয়নি আমাকে। ইচ্ছা হয়েছিল তাই এসেছিলাম। সরকার কিংবা রাজ্য সরকার কারও সৌজন্য নেই। এনিয়ে দুঃখ, রাগ কিছুই নেই।" তাঁর দাবি, জঙ্গলমহল উৎসবের আয়োজন ঠিকমতো করা হয়নি। সংস্কৃতির নামে রাজ্য সরকার অপসংস্কৃতির প্রচার করছে বলেও অভিযোগ সাংসদের।

উন্নয়নের লক্ষ্যে বুধবার পুরুলিয়া থেকে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কর্মকাণ্ডেরও বিরোধিতায় সরব কুনার হেমব্রম। রাজ্যের যাবতীয় প্রকল্পের উন্নয়ন এবং শিলান্যাস কেন মুখ্যমন্ত্রী করবেন, তা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন ঝাড়গ্রামের সাংসদ। তাঁর দাবি, উন্নয়নের নামে ঢাক পেটানো হলেও আদতে রাজ্য সরকার বাংলার উন্নয়নে কোনও কাজ করেনি। শুধুমাত্র শিলান্যাস করা হলেও প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন ঘটেনি বলেও দাবি সাংসদের।

সংসদ ভবনে থাকা গান্ধী মূর্তি স্থানান্তর করা হল

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : দিল্লি সংসদ ভবন চত্বরে থাকা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। আগে এই মূর্তিটি সংসদ ভবন চত্বরে এক নম্বর গেটের সামনে ছিল। এখন তা সরিয়ে তিন নম্বর গেটের সামনে বসানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে নতুন সংসদ ভবন নির্মাণের জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন সংসদ ভবনের নির্মাণের কাজ ১৫ জানুয়ারি শুরু হয়ে গিয়েছে। নির্মাণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে টাটা প্রোজেক্ট লিমিটেড।

গত বছরের ১০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্পের অন্তর্গত নতুন সংসদ ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০২২ সালের মধ্যে এই সংসদ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। এই সংসদ ভবন নতুন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক সমস্ত রকমের সুব্যবস্থা এই ভবনে থাকবে।

শ্রমিকের মৃত্যু

তিনের পাতার পর

ওই শ্রমিক। কিন্তু হঠাৎই কাজ করতে করতে কারখানা একটি যন্ত্র মাথায় এসে লাগে ওই শ্রমিকের। মাথায় লাগার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তে ভেসে যায় ওই কারখানা। গুরুতর আহত অবস্থায় শ্রমিককে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর খবর দেওয়া হয় টেংরা থানায়। ঘটনাস্থলে আসে টেংরা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই মৃত শ্রমিকের দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। কি করে আঘাত লাগল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কে ওই শ্রমিক, কি তার পরিচয় কোথায় তার বাড়ি সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

মতবিনিময় সভা

আটের পাতার পর

সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জগবন্ধু পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জনসাধারণ, আশাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী ও বাজার কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই মতবিনিময় সভায় তামাক ব্যবহারের কুফল নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীগণ আলোচনা করেন এবং কোটপা-২০০৩-র ধারায় তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সাংসদ প্রতিমা

আটের পাতার পর

চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগরতলা আখাউড়া রেলপথ চালু করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এসব প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলেও তিনি জানান।প্রকল্প তিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলে রাজ্যের মানুষ নানা দিক দিয়ে উপকৃত হবেন।রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের দ্বার খুলে যাবে বলে তিনি মনে করেন।্যস

মৃত্যু ১,৫২,৭১৮

আটের পাতার পর

(মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৬,৯৮৮ জন। ১৬২ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫২,৭১৮ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০২,৪৫, ৭৪১ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ২০১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৩, ৩২৭ জন। গত শনিবার থেকে ভারতে শুরু হয়ে গিয়েছে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ কর্মসূচি। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮৩৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

উৎসব অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, সরকার রাজ্যের গ্রামীণ পর্যটনের বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছে। এই কাজে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মাও বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, জেলাশাসক মিতা মল। উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি হরিশঙ্কর পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী মণিহার দেববর্মা প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা তথ্য ও সংস্ক'তি কার্যালয়ের সহঅধিকর্তা গৌতম দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তুলাশিখর বি এ সির চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে শিল্পীগণ জনজাতি লোকনৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বিভিন্ন কর্মসূচি

আটের পাতার পর

হয়েছে। এই সকল কাজে ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। সাব্রুম শহরবাসীকে উন্নত নাগরিক পরিষেবা দিতে শহরের পয়:প্রণালী ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রকল্প, রাস্তা ও ফুটপাতের উন্নয়ন, ধর্মীয় স্থানের উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। এই কর্মসূচিতে সাব্রুম শহরে সৌরশক্তি চালিত স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করা হবে। সেই সঙ্গে জাতীয় সড়ক ও ফেণী নদীর উপরের সেতুর মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি বসানো হবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এই অর্থ দেবে। কর্মসূচি সফল করতে বিধায়ক শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে সম্প্রতি এশিয়ান ডেভেলমেন্ট ব্যাঙ্কের এক প্রতিনিধি দল সাব্রুম শহর পরিদর্শন করেছেন।

নেতাজীর নামে ট্রেন করতে পেরে উচ্ছাস রেলমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি (হি. স.) : ""নেতাজীর পরাক্রমের হাত ধরে ভারতের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের নতুন পথ শুরু হয়। আমি উচ্ছ্বসিত, তাঁর এই জন্মদিনকে সামনে রেখে 'নেতাজী এক্সপ্রেসের' পথ চলা শুরু হবে।"" এভাবেই বুধবার টুইট করলেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এদিকে রেল জানিয়েছে, আগামী ২৩ জানুয়ারি থেকে কালকা মেল ''নেতাজী এক্সপ্রেস'' নামে নিত্যদিন যাতায়াত করবে আপ ও ডাউন লাইনে। নতুন এই ট্রেনের নম্বর হবে ১২৩১১ আপ ও ১২৩১২ ডাউন। এর জন্য অবশ্য যারা আগে থেকে এই ট্রেনে আসন সংরক্ষন করে রেখেছেন তাঁদের কোনও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। আবার আগেকার মতোই এই ট্রেনের সময়সূচী, রুট ও স্টপেজ একই থাকছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি ছেড়ে ব্রিটিশ গুপ্তচরদের চোখে ফাঁকি দিয়ে রাতের আঁধারে পাড়ি জমিয়েছিলেন দেশকে স্বাধীন করার পথে। বাঙালির কাছে সেই ঘটনাই ''মহানিষ্ক্রমণ'' নামে পরিচিতি পেয়েছে।

কৃষি

● **প্রথম পাতার পর**

চলেছে কৃষক সংগঠনগুলির। বিক্ষোভরত কৃষকদের মূল দাবি হচ্ছে নতুন তিনটি কৃষি আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অন্যদিকে সরকার সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে।

তিনজন

● **প্রথম পাতার পর**

এই তিনজনের মধ্যে দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। তারা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যকর্মী।

প্রস্তাব

● **প্রথম পাতার পর**

অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করা হবে। সমীক্ষার কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। এখন ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকারের সম্মতিপত্র সহ প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছে গেছে।

বিরোধীরা

● **প্রথম পাতার পর**

বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছি। রাজ্যপাল সমস্ত কিছু শুনে গভীর চিন্তা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল।

তিনি আরও বলেন, সিপিআইএম ক্ষমতায় থাকাকালীন আমরা বিরোধী দলকে বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে কথা বলার সুযোগ দিয়েছি। কিন্তু এখন বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ নেই। তিনি তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিজেপি আমলে গণতন্ত্র মারাত্মক হুমকির মধ্যে রয়েছে। নির্বাচনের আগে প্রদত্ত তাঁদের প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ফলে একের পর এক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা ভুল পথে হাঁটতে শুরু করেছে।

মানিক সরকার আজ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, চিকিৎসক, প্যারামেডিকস, নার্স, সাংবাদিক এবং আইনজীবিদের ওপর আক্রমণ বাড়ছে। কিন্তু পুলিশ এবং সরকার কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাঁর আক্ষেপ, বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের গত ৩৪ মাসে ঘটেছে এমন ঘটনার জেরে হামলার পেছনে জড়িত একজনেরও পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। কারণ, রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবে পুলিশ পুতুলে পরিণত হয়েছে।

জঙ্গীদের

● **প্রথম পাতার পর**

থানায় টানা কয়েক ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদে স্থানীয় নিত্য কুমার পাড়ার সোনা মোহন ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তিকে তুলে আনে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্ত সোনা মোহন ত্রিপুরা এনএলএফটি জঙ্গি সংগঠনের সহযোগী।এবং এই তিনজন ঠিকাদারের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ ছিল। পুলিশ জানিয়েছে আটক তিন জন ঠিকেদারের সঙ্গে নিষিদ্ধ জঙ্গি এখন এল এফ টির যে যোগাযোগ রয়েছে প্রাথমিক তদন্তে সে জিনিসটা পরিষ্কার হয়েছে।সোনা মোহান ত্রিপুরাও জিজ্ঞাসাবাদে এ ব্যাপারে অনেক তথ্য দিয়েছে।

এদিকে, টাকারজলা থেকে আটক ৪জঙ্গীকে বিশালগড় থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।জীত চারজনকে ৭ দিনের পুলিশ রিমান্ডে এনে বিশালগড় থানায় তারা জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়।জঙ্গিদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আরও বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজ্যে সর্বাধিক কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশাসন আরো সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

উল্লেখ্য প্রজাতন্ত্র দিবস কে সামনে রেখে সন্ত্রাসবাদীরা বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংগঠিত করার ছক কষেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নোটিশ পাঠিয়েছে জঙ্গীরা। অপহরণ বাণিজ্য নতুন করে শুরু করেছে তারা।বেশ কয়েক বছর অপহরণ বাণিজ্য বন্ধ থাকার পর জঙ্গিরা ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে।বিশেষ করে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর লক্ষ্যে সন্ত্রাসবাদীরা এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে পুলিশ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।প্রজাতন্ত্র দিবস কে সামনে রেখে সন্ত্রাসবাদীরা যাতে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংগঠিত করতে না পারে সেজন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।রাজ্যের সব কটি থানা পুলিশ ফাঁড়ি এবং টিএসআর ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সতর্ক করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসন সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত রয়েছে।প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করা সম্ভব হবে বলে পদস্থ কর্মকর্তারা আশা ব্যক্ত করেছেন।

বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর**

এখন নতুন খেলা শুরু করেছেন। সুব্রত চক্রবর্তীর আরো অভিযোগ, যাদের আমলে এই রাজ্যে জনগণের কথা বলার অধিকার ছিলো না দুর্বিষহ জীবনযাত্রা কাটিয়ে এখন মানুষ সুশাসনের রয়েছে, এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। তাই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিগত দিনে সাংবাদিক হত্যা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরেছেন সুব্রত চক্রবর্তী, পাপিয়া দত্তরা। এদিনের কর্মসূচিতে বাদল চৌধুরি সাংবাদিকদের নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তারও জবাব দিলেন সুব্রতবাবু। প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে সিপিএম।

কারণ সিপিএমের গঠনতন্ত্রেই তার উল্লেখ রয়েছে। বিষয়গুলো তুলে ধরে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে চলমান ঘটনাবলীর নিরীখে রাজনৈতিক অবস্থান থেকেই জবাব দিলেন সুব্রতবাবুরা। প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে পাপিয়া দত্ত বলেন, এই সময়ের মধ্যে এই রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে তা অনেকেরই সহ্য হচ্ছে না। বিষয়গুলো তুলে ধরে পাপিয়া দত্ত বলেন, বাম আমলে নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রতিদিনই ছিলো। সুবিচার পায়নি মায়েরা। শু

ধু তাই নয়, বর্তমানে আগরতলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলোর জন্য থানায় গিয়ে সুবিচার পাচ্ছে সকলে। কিন্তু খোদ বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের ধনপুরে তৎকালীন বাম আমলে নারী নির্যাতন, খুন, ধর্ষণের ঘটনারও বিচার হয়নি। এ বিষয়গুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, কি চলছিলো রাজ্যে তা সকলেরই জানা।

নিত্যানন্দ রাই

পাচের পাতার পর

ব্যবহারিক দক্ষতা, শক্তিশালী সংকল্প এবং বিপুল পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত উপলব্ধিগুলিকে স্মরণ করার দিবস এটি। নারীদের ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এনডিআরএফে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মহিলারা এখন পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদ্ধারকাজে রত।

প্রেস ক্লাবের ক্রিকেট ফেস্টিভাল ২১শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। আগামীকাল আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে ইন্টার মিডিয়া হাউস নক আউট সেভেন এ সাইড ক্রিকেট ফেস্টিভাল। মোট তেরটি টিম এই ক্রিকেট ফেস্টিভালে অংশগ্রহণ করবে। সকাল নয়টায় আস্তাবল ময়দানে এই ক্রিকেট ফেস্টিভালের উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা রঞ্জি টিমের প্রথম অধিনায়ক প্রাক্তন ক্রিকেটার রজত কান্তি সেন ও ত্রিপুরা মহিলা ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক অন্নপুর্না দাস, উপস্থিত থাকবেন অলক ঘোষ। এই ক্রিকেট ফেস্টিভালে টেকনিকাল ডিরেক্টর হিসেবে থাকবেন সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। সমস্ত খেলোয়াড়দের অনুরোধ করা হচ্ছে সকাল ৮.৩০ এর মধ্যে আস্তাবল মাঠে উপস্থিত থাকার জন্য।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

মিয়া এসে প্রত্যক্ষ করেন কৃষ্ণ সূত্রধরের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে গাড়ির ভেতরে। পরে গাড়ির চালক বিষয়টি তেলিয়ামুড়া থানার নজরে নেন এবং মৃত যুবকের পরিবারের গোচরে নিয়ে যান। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়না তদন্ত করার জন্য।

কেন্দ্রের

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে সাড়ে চার কেজি। একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুল ব্যাগের ওজন হবে সাড়ে তিন কেজি থেকে ৫ কেজি। তিনি জানান, নতুন নীতি অনুযায়ী স্কুল ব্যাগের ওজন এর বেশি হতে পারবে না। রাজ্য মন্ত্রিসভা আজ এই পলিসি গ্রহণ করেছে।

শান্তিরবাজারে

● **প্রথম পাতার পর**

মর্গে পাঠানো হয়। বিষপানে শিক্ষিকার আত্মহত্যা সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হলেও এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আত্মগোপন করে থাকতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হলে আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হবে বলেও সাধারণ মানুষের ধারণা।

পুলিশ এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে তাদের পারিবারিক কলহ ছিল না।পারিবারিক কলহ না থাকলে পুত্রের জন্মদিনে কেন ওই অভাগিনী মা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ ঘটনার তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে কিনা।

আহ্বান

● **প্রথম পাতার পর**

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। করোনা পরিস্থিতির সংকটকালে ১০ বছরের নীচে শিশু এবং ষাটোর্ধদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার যে প্রবণতা দেখা গেছে তার ধারাবাহিকতা আগামীদিনেও বজায় রাখার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আরও বলেন, রুটিন করে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে মাস অনুসারে টিকাকরণ সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করতে হবে। তবেই এই স্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলির সুফল মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাবে। এক্ষেত্রে তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও সুদ'ঢ় করতে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে প্রথমসারির নাগরিকদের মধ্যে চিকিৎসকগণ অন্যতম। চিকিৎসক সহ সমস্ত নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের কথা ভেবে সরকার রাজ্যে বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন আবাসন নির্মাণ সহ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নয়নে। আগরতলা সহ গোটা রাজ্যেকে আদর্শ রাজ্যে হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উন্নয়ন কর্মযোগ্য অব্যাহত রয়েছে। সরকারের মূল লক্ষ্যই হলো সকলকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য হিসেবে তুলতে চাইছে সরকার। পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভ'তি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

পর্যালোচনা সভায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা শাখার মিশন ডিরেক্টর ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়শওয়াল বলেন, চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করা দরকার। কারণ রোগীরা চিকিৎসকদের সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন। দুর্ঘটনাজনিত কারণে ম'ত্যুর হার কমাতে প্রয়োজনীয় জরুরী পরিষেবাগুলি কার্যকর রাখার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে সর্তকতামূলক সবধরণের ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি তিনি আলোচনায় তুলে ধরেন। সভায় হেলথ সার্ভিস-দপ্তরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা বলেন, রাজ্যের জেলা হাসপাতালগুলিকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয় এলাকার নাগরিক এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্যও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সভায় পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ অধিকারের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসকরা অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ায় তিনি তাদের অভিনন্দন জানান।

সভায় স্টেট সার্ভাইলেন্স অফিসার ডা. দীপ কুমার দেববর্মা রাজ্যে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং পরিষেবার দিকগুলি নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপনা করেন। রাজ্যের ৮টি জেলার হেলথ সাবসেন্টার, হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের পরিসংখ্যান তিনি সভায় তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি ২০১৭-১৮ সাল থেকে ২০২০-২১ সালের জেলাভিত্তিক ওপিডি, আইপিডি বিভাগে রোগীর সংখ্যা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, শিশু মৃত্যুর হারের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। পাশাপাশি ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত জেলাভিত্তিক স্বাস্থ্য শিবিরের পরিসংখ্যান ও সভায় তুলে ধরা হয়। তাছাড়াও সভায় আলোচনায় আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় সুবিধাভোগীদের মধ্যে ই-কার্ড বিতরণের বিষয়টিও প্রাধান্য পায়।

পর্যালোচনা সভায় রাজ্যের ৮ জেলার চিফ মেডিকেল অফিসারগণ তাদের জেলাস্তরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও পরিষেবা, ও পি ডি, আই পি ডি বিভাগে রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা, শিশু মৃত্যু, স্বাস্থ্য শিবির আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সম্পর্কে তথ্য ভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে অবহিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্যাগুলি নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সভায় রাজ্যের বিশেষ' চিকিৎসকরা রাজ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে তাদের অভিমত প্রকাশ করেন। সভায় রাজ্যের ৮টি জেলার সি এম ও, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীক'তি হিসাবে রাজ্যের ৮টি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের হাতে মারক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পাচের পাতার পর

বলেন, এতে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেকটাই বাড়ে। এদিন যে প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়, তাদের মধ্যে আছে মানবাজার ও বান্দোয়ান বাস টার্মিনাল, সবং দমকল কেন্দ্র এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন রাস্তা ও সেতু। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, "অনেকেই প্রচার পাওয়ার জন্য একদিনে একটি মাত্র প্রকল্প উদ্বোধন করেন কিন্তু আমরা তা করি না।" জেলা শাসককে বলেন , গরমে পানীয় জলের যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয় তার জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা করতে হবে। এই দিন এখান থেকেই ঝাড়গ্রামে জঙ্গলমহল উৎসবের সূচনা করেন তিনি।

াঙ্গন

সুযোগ পেয়ে সুন্দরের অসাধারণ কীর্তি

সিরিজের শুরুর কথা যদি ধরেন, ওয়াশিংটন সুন্দরের অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবতিন তিনজন প্রতিষ্ঠিত স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার আছে ভারত দলে। এ তিনজনকে পেরিয়ে তরুণ সুন্দর কীভাবে দলে ঢুকবেন! কিন্তু ভাগ্যলিপিতে যা লেখা আছে তা খণ্ডাবে কে! অশ্বিন ও জাদেজা চোটে পড়লেন। অলরাউন্ড সামর্থ্যের কারণে ব্রিসবেনে সিরিজের চতুর্থ ও শেষ টেস্টের দলে জায়গা পেলেন সুন্দর। আর ভাগ্যে পাওয়া সুযোগটাকে দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন ভারতের তরুণ অফস্পিন অলরাউন্ডার।

অভিষেকেই নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ খুব ভালোভাবেই দিয়েছেন সুন্দর। অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথের উইকেটসহ প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট নিয়েছেন ভারতের অফস্পিনার। তবে তাঁকে মূলত দলে নেওয়া হয়েছে লোয়ার মিডল অর্ডারে তাঁর ব্যাটিং—সামর্থ্যের জন্য। এ ক্ষেত্রেও নির্বাচকদের আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন সুন্দর। সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে অভিষেকেই ফিফটি করার পাশাপাশি শার্দুল ঠাকুরের সঙ্গে মিলে সপ্তম উইকেটে গড়েছেন ১২৩ রানের জুটি।

শার্দুল-সুন্দরের এ জুটিই ভারতকে বিপদে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। অভিষেকেই ফিফটি করে সুন্দর ভারতীয় ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ের ছোট্ট একটি তালিকায় নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছেন। অভিষেক টেস্টে ৩ উইকেটে ও ফিফটি পাওয়া তৃতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার হয়ে গেছেন তিনি। এর আগে এই কীর্তি গড়েছেন দাত্তু পাড়কার ও ব্রিসবেন টেস্টে সুন্দরের সতীর্থ হনুমা বিহারি। তিনজনেই এই কীর্তি গড়েছেন তাঁদের দলের প্রথম ইনিংসে।

দাত্তু পাড়কার কীর্তিটি গড়েছেন ১৯৪৭ সালে সিডনিতে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ১৪ রানে ৩ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে করেছিলেন ৫১ রান। ২০১৮ সালে ওভালে ৫৬ রান করার পাশাপাশি হনুমা বিহারি ৩৭ রানে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের ৩ উইকেট। ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ উইকেট পেতে সুন্দর খরচ করেছেন ৮৯ রান।

ফের শতরান হাতছাড়া শুভমনের, তবে এবার আর আক্ষেপ নেই বাবা লখবিন্দরের

সুনীল গাওস্কর, সচিন তেন্ডুলকর, ভি ভি এস লক্ষ্মণ, বীরেন্দ্র সহবাগ-সহ আরও অনেকে ২১ বছরের ছেলেটাকে নিয়ে একটাই কথা বলছেন। 'নেক্সট বিগ থিং ইন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট'। ওঁর দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই।,যা ব্রিসবেন টেস্টের পর আরও বেড়েছে। ভবিষ্যতেও বাড়বে।

গত ৮ জানুয়ারি গিল পরিবারের কাছে সবচেয়ে সুখের দিন হতেই পারত। সিডনি টেস্টে একমাত্র ছেলে শুভমন প্রথম অর্ধ-শতরান করলেও ৫১-তে থমকে যান। তাই ওঁর বাবা-মা লখবিন্দর সিংহ ও কীর্ত কৌর সেদিন খুশি হলেও উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। তবে এবার ওঁরা গর্বিত। ছেলে শতরান ফেলে এলেও ওঁরা গর্বিত। কারণ, ওঁদের ছেলের জন্যই তো ব্রিসবেন টেস্টে জয়ের ভিত তৈরি হয়েছিল।

৩২৮ রান তাড়া করতে গিয়ে শুরুতেই ফিরে যান রোহিত শর্মা। তবে দমে যাননি তরুণ পঞ্জাব তনয়। চেতেশ্বর পূজারা বিপক্ষ পেসারদের গোলাগুলি হজম করে একদিক আগলে রাখেন। অন্য প্রান্ত থেকে কাউন্টার অ্যাটাক শুরু করে দেন শুভমন। ধীরে ধীরে গড়তে শুরু করে ৩২ বছর পর ঐতিহাসিক ব্রিসবেন টেস্ট ও সিরিজ জয়ের ইমারত। তাই ১৪৬বলে ৯১ রানে থামলেও লখবিন্দর সিংহ গিল খুশি। মোহালি থেকে আনন্দবাজার ডিজিটালকে ফোনে বললেন, "সিডনি টেস্টে শুভি প্রথমবার অর্ধ শতরান করলেও আমরা পুরোপুরি খুশি ছিলাম না। ও কত বড় মাপের ব্যাটসম্যান সেটা জানতাম। দলের স্বার্থে ওর আরও লম্বা ইনিংস খেলা উচিত ছিল। তবে এবার শতরান না করলেও বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। দ্বিতীয় ইনিংসে এমন দাপুটে ব্যাটিং করতে হলে কলজে লাগে। সেটা শুভি দেখিয়ে দিল।"

মেলবোর্ন বক্সিং-ডে টেস্টে অভিষেক ঘটিয়েই নজর কেড়েছিলেন, যা সিডনি থেকে ব্রিসবেন পর্যন্ত বজায় রয়েছে। মাত্র ৩টে টেস্টে ৫১.৮০ গড় নিয়ে ইতিমধ্যেই ২৫৯ রান করে ফেলেছেন। সঙ্গে রয়েছে ২টি অর্ধ শতরান। এই রানগুলোয় একাধিক দৃষ্টিনন্দন ব্যাকফুট পাঞ্চ ও ফরোয়ার্ড ডিফেন্সের মিশেল রয়েছে। স্বভাবতই ছেলের এমন ব্যাটিংয়ে আপ্লুত লখবিন্দর। ওঁর প্রতিক্রিয়া, "সবকটা প্রস্তুতি ম্যাচে ও রান পেয়েছিল। তাই জানতাম টেস্ট দলে সুযোগ পেলেই রান করবে। সত্যি বলতে ওর ব্যাটিং দেখা চোখের শান্তি। বাবা হিসেবে নয়, কথাটা একজন দর্শক হিসেবে বলছি।"

নিজে বড় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু সংসারের চাপে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। তাই ছেলেকে নিয়েই এখন ওঁদের যত স্বপ্ন। গিল পরিবারের সেই স্বপ্ন দেখা অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ, প্রিয় শুভি যে 'নেক্সট বিগ থিং ইন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট'।

ইউনাইটেড, চেলসির মন খারাপ করে দিলেন সাবেক লিভারপুল কোচ

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে এই সপ্তাহে ম্যাচ ছিল লিভারপুলের।

লিভারপুল জিততে পারলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে যেত, ইউনাইটেড জিতলে ছয় পয়েন্টের ব্যবধান সৃষ্টি করে ইউনাইটেডই থাকত সবার ওপরে। কোনোটাই হয়নি। ড্র হওয়া ম্যাচটা নিশ্চিত করেছে পয়েন্ট ব্যবধান ছয় না হলেও ওপরে ইউনাইটেডই থাকবে। কিন্তু সে আনন্দটাও দুদিনের বেশি টিকল না। ইউনাইটেডকে টেবিলের ওপর থেকে সরানোর কাজটা লিভারপুলের বর্তমান কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ না করতে পারলেও সাবেক কোচ ব্রেন্ডান রজার্স ঠিকই করে দেখালেন! তা—ও আবার লিভারপুলের আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী চেলসিকে হারিয়ে।গত রাতে চেলসিকে লিগ ম্যাচে ২-০ গোলে হারিয়েছে রজার্সের লেস্টার সিটি। গোল করেছেন নাইজেরিয়ান মিডফিল্ডার উইলফ্রেড এনদিদি ও ইংলিশ মিডফিল্ডার জেমস ম্যাডিসন। এই হারে চেলসির অবস্থা আরেকটু টালমাটাল হলো। লিগ টেবিলের আট নম্বরে ধুঁকছে তারা। ফলে কোচ ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের চাকরি নিয়ে টানাটানির মাত্রাটা আরেকটু বেড়েছে। ব্রিটিশ মিডিয়ার খবর, যেকোনো সময়ে চাকরি হারাতে পারেন সাবেক এই কিংবদন্তি ইংলিশ মিডফিল্ডার।লিভারপুল থেকে চাকরি খুইয়ে স্কটিশ ক্লাব সেল্টিক হয়ে এখন লেস্টারে ফিরেছেন নর্দার্ন আইরিশ ম্যানেজার ব্রেন্ডান রজার্স। ওদিকে রজার্সের জায়গায় লিভারপুল নিয়ে এসেছিল ক্লপকে। রজার্স লেস্টারে ফিরিয়েই সময়-সময় জানিয়ে দেন, কোচ হিসেবে এখনো তাঁর ঘটে অনেক কিছুই দেওয়ার আছে। গত মৌসুমের একপর্যায়ে লিভারপুলের লিগ শিরোপা জেতার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই লেস্টারই। শেষমেশ লিভারপুলের ফর্মের সঙ্গে পেরে না উঠলেও শীর্ষ চারে থাকার জন্য নিজের যোগ্যতার বেশ ভালোই প্রমাণ দিয়েছেন এই ম্যানেজার। ওদিকে চেলসির কোচ ল্যাম্পার্ডও বুঝেছেন, সময় ঘনিয়ে আসছে, 'পারফরম্যান্স নিয়ে এই ক্লাবের প্রত্যাশা অনেক বেশি। এটা সব সময়ই এই ক্লাবে থাকবে। আমি থাকি কি না থাকি, এটা আমার হাতে নেই। কিছু জিনিস আপনি কখনোই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। এটা আমি জবাব দিতে পারব না (চেলসিতে থাকবেন কি না)।'

৫ ম্যাচ, ৪ জয়, ১ ড্র
অধিনায়ক রাহানের বিরাটকথা

ভারতীয় টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক যখনই সুযোগ পেয়েছেন বুঝিয়ে দিয়েছেন অধিনায়ক বিরাট কোহালি না থাকলেও অজিঙ্ক রাহানে তৈরি। ব্রিসবেনে অধিনায়ক রাহানের নেতৃত্বেই ২-১ সিরিজ জিতে ফিরল ভারত।

এখনও অবধি ভারতকে ৫টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন রাহানে। তার মধ্যে ৪টিই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, একটি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। একটি ম্যাচেও হারেনি ভারত। এই সিরিজের তৃতীয় টেস্টে সিডনিতে ড্র ছাড়া সব ম্যাচেই জিতেছে টিম ইন্ডিয়া।

শুধু টেস্ট নয়, একদিনের এবং টি২০ ম্যাচেও রাহানে নেতৃত্ব দিয়েছেন দলকে। ৩টি একদিনের ম্যাচের সব ম্যাচেই ভারতকে জয় এনে দিয়েছিলেন তিনি।

টি২০-তে যদিও হারতে হয়েছে রাহানেকে। ২টি টি২০ ম্যাচের মধ্যে একটিতে জিতেছিল ভারত, অন্যটিতে হেরে যায় তারা। এক মাত্র এই হার ছাড়া রাহানের মুকুটে কোনও কাঁটা নেই। মাঝে মাঝেই রব ওঠে সাদা বলের ক্রিকেটে বিরাটের বদলে রোহিত শর্মাকে অধিনায়ক করার দাবিতে। আইপিএলে রোহিতের রেকর্ডই যার মূল কারণ।

লাল বলের ক্রিকেটে এখনও তেমন দাবি না উঠলেও, অধিনায়ক হিসেবে রাহানে কিন্তু জোড়ালো আবেদন জানিয়ে রাখলেন এই সফরে।

বিরাটের হুঙ্কার যদি অধিনায়কত্বের মূলধন হয়, রাহানের ইউএসপি তবে হিমশীতল স্বভাব। ধোনির পর এ যেন এক নতুন 'ক্যাপ্টেন কুল'। মাঠে সকলকে এগিয়ে দিয়ে নিজে থাকেন আড়ালে। ড্রেসিংরুমে চুপ করে নির্বিকার ভাবে থাকতে পারেন অস্ট্রেলিয়াকে তাদের মাঠে হারানোর পরেও।

রবি শাস্ত্রীর কথা অনুযায়ী হঠাৎ করে মেলবোর্নে তৈরি হয়ে যায়নি এই নতুন ভারত। দীর্ঘ দিন ধরে, ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে। এঁদের মধ্যে যেমন বিরাটের তেজ রয়েছে, তেমনই রয়েছে রাহানের ক্ষুরধার ঠান্ডা মস্তিস্ক।

এখনও অবধি ৫৬টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে ৩৩টি টেস্ট জয় পেয়েছেন বিরাট। ভারতের হয়ে কোনও অধিনায়কের এমন সাফল্য নেই। তবুও কেন বার বার প্রশ্ন ওঠে বিরাটের নেতৃত্ব নিয়ে? বিরাটের ট্রফি ভাগ্যই প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে সমালোচকদের।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের হারিয়ে সিরিজ জয়ের কৃতিত্ব থাকলেও বড় কোনও আইসিসি ট্রফি এখনও জিততে পারেননি বিরাট।ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন বিরাট।

ঘরের মাঠে এগিয়ে থেকেই শুরু করবেন তিনি। টেস্টে টানা ৩ ম্যাচে হেরেছেন তিনি। প্রথমবার এমন লজ্জার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। ইংল্যান্ড সিরিজে সেই লজ্জা মুছতে চাইবেন তিনি।

দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ মেসি

যদিও সবারই এটা জানা ছিল যে মেসি একাধিক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারেন। এরপরও মাঠে ও মাঠের বাইরে অমায়িক আচরণের জন্য প্রায় সন্তর কাতারে পড়া আর্জেন্টাইন তারকার লাল কার্ড দেখা আর এর জন্য একাধিক ম্যাচ নিষিদ্ধ হওয়াটা মেনে নেওয়া তাঁর ভক্তদের জন্য একটু কঠিনই।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের এটা মেনে নিতে হচ্ছে যে আথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে দেখা লাল কার্ডের জের ধরে দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন মেসি।

বার্সেলোনার হয়ে এটি মেসির প্রথম লাল কার্ড। লাল কার্ডটি তিনি দেখেছেন গত পরশু, আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে।

অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচটি ৩—২ গোলে হেরেছে। স্প্যানিশ পরিসংখ্যানবিদ মার্তিন তামায়ো অবশ্য নথি ঘেঁটে বের করেছেন, এর আগেও বার্সেলোনার জার্সিতে লাল কার্ড একটি দেখেছেন মেসি। তবে সেটি সিনিয়র দলের হয়ে নয়। ১৫ বছর আগে সেই লাল কার্ডটি তিনি দেখেছিলেন তৃতীয় বিভাগের এক ম্যাচে, বার্সেলোনার রিজার্ভ দলের জার্সিতে।

বার্সেলোনার মূল দলের হয়ে ৭৫৩ ম্যাচ খেলে প্রথম লাল কার্ড দেখলেও আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসি লাল কার্ড দেখেছেন দুবার। তা প্রথম বা দ্বিতীয়, বার্সেলোনার হয়ে মেসির যত নম্বর লাল কার্ডই হোক, এটির জন্য তিনি আগামী পরশু কোপা দেল রেতে করনেয়ার বিপক্ষে ম্যাচসহ খেলতে পারবেন না লা লিগায় আগামী রোববার এলচের বিপক্ষে ম্যাচেও।

লাল কার্ডটি মেসি দেখেছেন ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তের খেলা চলছিল তখন। দল ৩-২ গোলে পিছিয়ে ছিল।

এমন সময়ে আক্রমণে উঠে এসেছিলেন মেসি। মেসির কাছে হয়তো সেটা ছিল গোল করার শেষ সুযোগ। আথলেতিক বিলবাওয়ের বক্সের সামনে থেকে বাঁ প্রান্তে বল বাড়িয়েছিলেন তিনি।

এরপর দৌড় দেন, যেন বিলবাও বক্সের ভেতরে কিংবা বলের কাছাকাছি থাকতে পারেন। এমন সময় প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকার আসিয়ের ভিয়ালিব্রে তাঁকে বাধা দিতে সামনে এসে পড়ায় মেজাজটা আর ধরে রাখতে পারেননি বার্সা তারকা। ডান হাত দিয়ে চাটি মেরে বসেন! ভিয়ালিব্রে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিলেন।

ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) সাহায্যে বার্সা তারকাকে লাল কার্ড দেখান মাঠের রেফারি জেসাস গিল মানজানো। ভিয়ালিব্রের গায়ে হাত তোলার সময় মেসির পায়ে বল ছিল না। 'অফ দ্য বল' মুহূর্তে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে এমন আচরণ কোনোভাবেই বিধিসম্মত ছিল না।

জয় দিয়ে ২০২১ শুরু তামিমদের

লক্ষ্য মাত্র ১২৩ রান। বাংলাদেশ এই রানটা সহজেই তুলে নেবে, এমনটাই আশা ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের। প্রতিপক্ষে আলজারি জোসেফ ছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিষ্ঠিত বোলারদের কেউ নেই। এই রান বাংলাদেশ কত ওভারের মধ্যে তুলে নেবে, কত উইকেট হাতে রেখে তুলে নেবেসেটিই তাই ছিল বড় প্রশ্ন।

একেবারে সহজেই যে জিতে গেছে বাংলাদেশ, এমনটা বলা যাবে না। শীতের মেঘলা দিনে পুরো দিন ফ্লাডলাইটের নিচে খেলা হয়েছে, সকালে বৃষ্টি হয়েছে, সবকিছুর প্রভাব পড়েছে পিচে। তার ওপর করোনাকে পাশ কাটিয়ে আজই প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এটি দ্বিতীয় না তৃতীয়কোন সারির দল সে নিয়ে আলোচনা যতই চলুক, ৩০০-এরও বেশি দিন পর আন্তর্জাতিক ম্যাচে নামার আড়ষ্টতা তো একটু ছিলই বাংলাদেশের। সঙ্গে যোগ হলো কন্ডিশনও। তবু জয় দিয়ে ২০২১ শুরু করতে পেরেছে বাংলাদেশ। সে কারণেই কি না, বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানের ব্যাটে স্ট্রোকের ফুলঝুরি দেখা গেল না। সহজ স্বাভাবিক স্ট্রোক প্লে দেখা গেছে খুব কম। লক্ষ্য কম থাকায় দেখেশুনে খেলার, ম্যাচের মধ্যেই ব্যাটে-বলে 'নক' করার, ম্যাচের আবহ আরেকটু গায়ে মাখার হিসাবও ছিল কি না কে জানে! তবু ৬ উইকেট আর ৯৭ বল হাতে রেখেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১২২ রান পেরিয়ে গেছে বাংলাদেশ। অধিনায়ক হিসেবে এই ম্যাচ দিয়েই পূর্ণকালীন দায়িত্ব শুরু করা তামিম ইকবাল ওপেনিংয়ে নেমে ৪৪ রান করেছেন।তামিমের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ভালো শুরু করেছিলেন লিটন দাস। লক্ষ্য কম হলেও স্নায়ুচাপ না বাড়ায় ভালো শুরুটা জরুরি ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে আলজারি জোসেপ দারুণ বোলিং করছেন। বেশ কয়েকবার ব্যাটসম্যানের ব্যাট ফাঁকি দিয়েছে তাঁর বল। ভাগ্য একটু এদিক-ওদিক হলে উইকেট পেয়েই যেতেন উইন্ডিজের ২৪ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার।কিন্তু তাঁর সঙ্গে বোলিং উদ্বোধন করা অন্য বোলার চেমার হোল্ডারকে শুরু থেকেই আক্রমণ করে গেছে বাংলাদেশ। ৩ ওভারে ২৬ রান দিয়েছেন এই ম্যাচ দিয়ে অভিষিক্ত হোল্ডার। তাঁর কারণেই প্রথম ৭ ওভারে লিটন ও তামিম তুলে নেন ৩৭ রান। এ সময়ে ৬টি চার মেরেছে বাংলাদেশ, এর মধ্যে একটি জোসেফের বলে, তৃতীয় ওভারে যেটি মেরেছিলেন তামিম। বাকি ছয়টিই হোল্ডারের বলে। অবশ্য সপ্তম ওভারের শেষ বলে জোসেফের একটি বল লেগ বাই হয়েও চার হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চতুর্থ শুক্রবার সাধারণত এই রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (এজি.এম.সি এন্ড জি.বি.পি হাসপাতাল, আগরতলা, ক্যান্সার হাসপাতাল, আগরতলা এবং মডার্ন সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল, নরসিংগড় ব্যতীত) বহির্বিভাগ বন্ধ থাকার সিদ্ধান্ত থাকলেও আগামী ২২-০১-২০২১ ইং (চতুর্থ শুক্রবার) এবং ২৩-০১-২০২১ ও ২৪-০১-২০২১ ইং (নেতাজির জন্ম দিন ও রবিবার) তারিখে সরকারি ছুটি থাকাতে আগামী ২২-০১-২০২১ ইং (চতুর্থ শুক্রবার) তারিখে ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অন্তর্গত সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগ এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা খোলা থাকবে।

ICA/D-1302/21

(ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা)
স্বাস্থ্য অধিকর্তা
ত্রিপুরা সরকার

PNIet No. 135-137 /EE/DWS/BLG/2020-21 dated 16-1-2021 The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from eligible bidders. up to 15.00 hrs. 5/2/2021 for 3 Nos. construction of IRP in Sepahijala Dist. For details please visit https://tripuratenciers.gov.in or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

ICA/C-2867/21

(Er. MK Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

সত্যমেব জয়তে
ত্রিপুরা সরকার

ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস-২০২১

ত্রিপুরা হাসতে বরম মানমা সাল-২০২১

২১ জানুয়ারি, ২০২১ ■ দুপুর ২ টা
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন ■ হল নং-১, আগরতলা

উদ্বোধক : শ্রী রমেশ বৈস, মাননীয় রাজ্যপাল, ত্রিপুরা

প্রধান অতিথি : শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

সম্মানিত অতিথি : শ্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
শ্রী রতন লাল নাথ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
শ্রী মনোজ কান্তি দেব, মাননীয় খাদ্য, জংসভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মাননীয় জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
শ্রীমতি সান্ত্বনা চাকমা, মাননীয়া সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার

বিশেষ অতিথি : শ্রী মনোজ কুমার, মুখ্যসচিব, ত্রিপুরা
শ্রী ভি. এস. যাদব, পুলিশ মহানির্দেশক,ত্রিপুরা

সভাপতি : শ্রী যীষ্ণু দেববর্মা, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন, পশ্চিম ত্রিপুরা
ককথুম তেই হুকুমু নাইখুং তাই জেলা প্রশাসন, সালথাং ত্রিপুরা

ICA/D-1307/21

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারী বিধিনিষেধ মেনে অনুষ্ঠান অয়োজন করা হবে

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে চলছে জোড় প্রস্তুতি। ছবি-নিজস্ব।

মধুপুরে বিস্তর পরিমানে গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। সিপাহী জলা জেলার বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানার পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজার গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মধুপুর থানার পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে দেবীপুর ,কেনানিয়া এবং রাধানগর এলাকায় গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযানের সামিল হয়।ওই তিনটি স্থানে ব্যাপক হারে গাঁজার চাষ হচ্ছিল বলে পুলিশ এবং বিএসএফের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল। সেই খবরের ভিত্তিতে টানা ৭ঘন্টা অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজার গাছ কেটে সেগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।গাজা খেত ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হলেও গাঁজা চাষের সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা।অভিযানকারী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তাদের আনাগোনা দূর থেকে লক্ষ করে গাজা চাষিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।মধুপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার সহ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এবছর ব্যাপকহারে গাঁজার চাষ করেছে একাংশের অতি মুনাফালোভী চাষীরা। গাঁজা চাষ বেআইনি ঘোষণা করা সত্ত্বেও এসব অসাধু লোকজন গাঁজা চাষ ব্যাপকহারে চালিয়ে যাচ্ছে।সে কারণেই পুলিশ এবং বিএসএফের জওয়ানরা বুধবার সকাল থেকেই ওই তিনটি এলাকায় গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযানের সামিল হয়। আশপাশ এলাকায় আরও গাঁজা চাষ হচ্ছে বলে তাদের কাছে খবর রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে আবারো গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালানো হবে বলে যৌথবাহিনীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এলাকাকে গাঁজা চাষ মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যেই পুলিশ এবং বিএসএফ তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।তারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছে এলাকায় কোন ভাবে বেআইনিভাবে এ ধরনের গাঁজা চাষ করতে দেওয়া হবে না।

ধলাই জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণে মতবিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প শাখার উদ্যোগে রাজ্যের জেলাগুলিতে নিয়মিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে তামাক ব্যবহারের কুফল ও হানিকারক দিকগুলি এই সমস্ত কর্মসূচিতে তুলে ধরা হয়। ধলাই জেলার জগবন্ধু পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে গত ১৮ জানুয়ারি তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে এক মতবিনিময়

ছয়ের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় আগামী তিন অর্থবছরের জন্য ১৫০ কোটি টাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। প্রতিটি বাড়িতে স্বউদ্যোগে সব্জি এবং ফুল চাষের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সচিবালয়ের ১ নং কনফারেন্স হলে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ এই তিন অর্থবছরের জন্য রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ১৫০ কোটি টাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতে উপক'ত হবেন ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৬৫ পরিবার। বৈঠকে আলোচনার সূচনা করে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা বলেন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর এই যোজনায় পোল্টি, শূকর, ছাগল পালনে মোট ৩০ হাজার ৬০ পরিবারকে, মৎস্য দপ্তর থেকে ৪৫ হাজার পরিবারকে মাছের পোনা, বন দপ্তর থেকে ২ লক্ষ পরিবারকে চালতা, সজনে, জলপাই, তেঁতুল গাছের চারা এবং ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তর থেকে বিভিন্ন সব্জির চারা ও বীজ দেওয়া হবে। উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর থেকে কলা, পেঁপে, লেবু, সুপারির চারা দেওয়া হবে। সচিব সৌম্যা গুপ্তা আরও জানান, এ যোজনায় তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, টিটিএএডিসিকে যুক্ত করা হবে। এই যোজনা রূপায়ণে নোডাল ও সমন্বয়কারী দপ্তর হিসেবে কাজ করবে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এই যোজনা বাস্তবায়নে দেড় বছরে ৫০ শতাংশ কাজ এবং পরের দেড় বছরে অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এতে রাজ্যের ১,১৭৭টি গ্রাম প'ায়েত, ভিলেজ কমিটির প্রধান, উপপ্রধান, চেয়ারপার্সন, সদস্য সদস্যাদের যুক্ত করতে হবে। এছাড়া সাংসদ, বিধায়ক, জিলা পরিষদের সভাধিপতি ও প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং গ্রাম প'ায়েতের প্রধান ও ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানদের নিয়ে আগরতলায় এ বিষয়ে সভা করতে হবে। এ যোজনায় গ্রামীণ অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় এই কর্মসূচির কথা প্রচারের আলোয় নিয়ে যাওয়ার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, প্রধান সচিব এস আর কুমার, ক'ষি দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, মুখ্য প্রধান বন সংরক্ষক ডি কে শর্মা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দুরদর্শন কেন্দ্র আগরতলা এখন ডিডি ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। প্রসার ভারতীর দুরদর্শন কেন্দ্র আগরতলা এর নাম পরিবর্তন করে ডিডি ত্রিপুরা করা হচ্ছে। ২৪ ঘন্টা চলবে ডিডি ত্রিপুরা। বাংলা এবং কক্‌বরক ভাষায় থাকবে অনুষ্ঠানসূচী। আগামীকাল রাজ্যপাল রমেশ বৈশ সুকান্ত একাডেমীতে ডিডি ত্রিপুরা এর উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক এবং সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা। বুধবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন স্টেশন ডিরেক্টর রঙ্গস্বামী পুসুলুর।

নিয়ন্ত্রণেই করোনা-সংক্রমণ ১৬২ বেড়ে ভারতে মৃত্যু ১,৫২,৭১৮

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি (হি.স.): নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে দেশের দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মাত্র ১৩,৮২৩ জন নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৬২ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ১৭ হাজার করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০২,৪৫,৭৪১ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩,৮২৩ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৫, ৯৫,৬৬০-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে আজ ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, বোর্ডের সদস্য তথা ৮টি জিলা পরিষদের সভাধিপতিগণ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ চৌধুরী সহ জেলা ক্রীড়া আধিকারিকগণ ও অন্যান্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সাধারণ সভার শেষে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, সভায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। কোভিড-১৯ জনিত কারণে রাজ্যে সমস্ত ধরণের খেলাধূলা বন্ধ ছিল। তাই আগামীদিনে রাজ্যে খেলাধূলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সভায় বিস্তৃত আলোচনা হয়। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের মাধ্যমে ইতিমধ্যে জাতীয়স্তরের অনুর্ধ-১৭ মহিলা ফুটবল, জিমন্যাস্টিক্স ও অনুর্দ্ধ-১৭ পুরুষ ফুটবল খেলা, রাজ্যভিত্তিক ভলিবল প্রতিযোগিতা সফলতার সাথে আয়োজন করা হয়েছে। আগামীদিনে রাজ্যভিত্তিক কাবাডি ও ব্যাডমিন্টন খেলা আয়োজনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সভায় প্রজেক্টারের মাধ্যমে বোর্ডের বিগত ও চলতি অর্থবছরের সকল কাজকর্মের রূপরেখা তুলে ধরেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপঅধিকর্তা পাইমং মগ।

বন সংরক্ষণ ও রক্ষা করা সমাজের সকল অংশের মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য : বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। কমলপুর মহকুমার দুর্গাচৌমুহনি ব্লকের চুলুবাড়ি পঞ্চায়েতে আজ দুর্গাচৌমুহনি ফরেস্ট রেঞ্জ কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন। ফরেস্ট রেঞ্জ কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে বনমন্ত্রী শ্রী জমাতিয়া বলেন, বন সংরক্ষণ ও রক্ষা করা সমাজের সকল অংশের মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বনভূমি ধংসের ফলে পরিবেশ যেমন বিপন্ন হচ্ছে তেমনি মানব জাতির প্রাত্যহিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিও আজ সংকটাপন্ন। তিনি বলেন, এই রেঞ্জ কার্যালয় এই অঞ্চলের বনভূমি রক্ষা ও বনভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে বন এলাকায় বসবাসকারী মানুষের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নেও সদর্থক ভূমিকা নেবে। বনকে ভিত্তি করে রাজ্যে জনজাতি অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। জাইকা প্রকল্প তাদের মধ্যে অন্যতম। এই সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে বনমন্ত্রী সকল অংশের জনগণকে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিধায়ক আশিস দাস বলেন, জীবনধারণে বনভূমির ভূমিকা অপরিসীম। তাই বনভূমি রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. ডি কে শর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ, দুর্গাচৌমুহনি বিএসি-র চেয়ারম্যান কুমার হালাম, দুর্গাচৌমুহনি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস ও মুখ্য বন সংরক্ষক অমিত শুক্লা। রেঞ্জ অফিসের উদ্বোধনের পর অতিথিগণ রেঞ্জ কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন।

উজান ময়দানে দোমালা পর্যটন উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। খোয়াই জিলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন, তুলাশিখর ব্লক, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং দোমালা উৎসব কমিটির যৌথ উদ্যোগে ১৮ জানুয়ারি তুলাশিখর ব্লকের উজান ময়দান জে বি স্কুল প্রাঙ্গণে দোমালা পর্যটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বেলে উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। উদ্বোধন করে সাংসদ শ্রী ত্রিপুরা বলেন, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার পাশাপাশি দোমালা ঝর্ণার মতো প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। সরকার রাজ্যের সামগ্রীক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যটনের উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে। দোমালার এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করতে তিনি সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনজাতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। বিশালগড় এর সিপাহী জলা নৌকা ঘাটের সংলগ্ন এলাকায় আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম মৃণাল হোসেন। জানা যায় মঙ্গলবার অধিক রাতে দুই যুবক বাইকে করে উদয়পুর থেকে বিশালগড়ে আসছিল। সিপাহী জলা নৌকা ঘাটের সংলগ্ন এলাকায় এসে পৌঁছলে পেছন দিক থেকে একটি দ্রুতগামী গাড়ি এসে বাইককে ধাক্কা দেয়।গাড়ির ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মৃণাল হোসেন নামে ওই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়।আহত যুবককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।বর্তমানে জিবি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ওই যুবক। বিশালগড় থানায় এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত গাড়ি থেকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গাড়ি চালকের দ্রুতগামী তার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গত বেশ কিছুদিন ধরেই বিশালগড় এলাকায় পথদুর্ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে পথচলতি সাধারণ মানুষ এবং যানবাহনের চলাচল করে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

প্রগতি বিদ্যাভবন ইংরেজী মাধ্যমে উন্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগর প্রগতি বিদ্যাভবনকে ইংরেজি মাধ্যমে উন্নত করা হয়েছে। পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে ইংরেজী মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাথমিকবিভাগে ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে এসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বুধবার প্রগতি বিদ্যাভবন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তারা এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারাপ্রগতি বিদ্যাভবন কে ইংরেজি মাধ্যমে উন্নত করা রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রগতি বিদ্যাভবন কে ইংরেজি মাধ্যমে উন্নত করার ফলে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করার সুযোগ পাবে। তবে বর্তমানে এই ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে।শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা সহ ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়টির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।স

সাব্রুমে মৈত্রি সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হবে মার্চে ঃ সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই সাব্রুম এর মৈত্রী সেতু আগরতলায় এমবিবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং আগরতলা বাংলাদেশ রেলপথ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা।বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন মৈত্রী সেতু এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

ছয়ের পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় মহকুমা শাসকের অফিসে এক বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জানুয়ারি।। ৮২ বছরের ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বুধবার বিকাল আনুমানিক ৪ টা নাগাদ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া করইলং এলাকার বাসিন্দা বছর ৮২ এর রবীন্দ্র সূত্রধর নিজের ব্যক্তিগত কাজে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে যায়। হঠাৎ শরীর অসুস্থতা অনুভব করায় উপস্থিত অন্যান্যরা তাকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ধরে বসায়। এবং চোখে-মুখে জল দেয়। পরবর্তীতে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে থাকা স্ট্রেচারে শুইয়ে রাখা হয় বছর ৮২ এর রবীন্দ্র সূত্রধর কে। মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনী। তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর জওয়ানরা বছর ৮২ এর রবীন্দ্র সূত্রধর কে তড়িঘড়ি নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে।সেখানে নিয়ে এলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে পরিবার সূত্রে জানা যায়,দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্র সূত্রধর শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। রবীন্দ্র সূত্রধরের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পরিবারের লোকজন ছুটে আসে। তবে রবীন্দ্র সূত্রধরের এমন অকাল প্রয়াণে শোকোস্তব্ধ গোটা পরিবার ও করইলং এলাকার লোকজন।

ধ্বজনগরে ওয়েদার স্টেশনের জন্য জমি, অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, উদয়পুরের ধ্বজনগরের গোকুলপুরে অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার মেটারোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে বিনামূল্যে ০.০৩ একর জমি দিয়েছে। মন্ত্রিসভা আজ জমি দেওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করেছে। শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যে কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই ভাল। বর্তমানে একমাত্র জিবি হাসপাতালে ৫ জন কোভিড রোগী ভর্তি আছেন। আর হোম আইসোলেশনে আছেন ৩২ জন। রাজ্যে কোভিড টিকা দেওয়ার কাজ চলছে। তিনি জানান, গতকাল আরও ৪৬ হাজার ৫০০ ডোজ টিকা রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। তিনি জানান, সারা রাজ্যে টিকাকরণের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আজ পর্যালোচনা করেছেন।

রেলের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যুতে পরিবারকে দিল সরকার আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পাবিয়াছড়া মন্ডলের মহিলা মোর্চার সহ-সভানেত্রী নিহত সতী দেবী চকবার পরিবারের হাতে ৪লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য গত রবিবার পেঁচারথলে ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল পাবিয়া চোড়া মন্ডলের মহিলা মোর্চার সহ-সভানেত্রী সতী দেবী চাকমার। সেদিন উত্তর জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর জনসমাবেশ ছিল। জনসমাবেশ থেকে ফেরার পথেই রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল দলীয় নেত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঘোষণা করেছিলেন তাদের ধাক্কায় নিহত পাবিয়া ছড়া মন্ডলের মহিলা মোর্চার সহ-সভানেত্রীর পরিবারকে চার লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। সে অনুযায়ী বুধবার পেচারথল এর ভিডিও এবং বি এস সি এর চেয়ারম্যান নিহতের বাড়িতে গিয়ে তার দুই পুত্রের হাতে ৪ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।সরকারের তরফে দলীয় নেত্রীর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করায় দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সন্তোষ ব্যক্ত করা হয়েছে।

যুব সমাজ হল দেশ ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ ঃ জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে অগ্নিবীণা হলে গত ১৮ জানুয়ারি জিরানীয়া মহকুমা ভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, যুব সমাজ হল দেশ ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ। দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। একে অপরের সংস্কৃতিকে মর্যাদা দিতে হবে। জিরানীয়া মহকুমা ভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার পাশাপাশি এদিন তপশিলী জাতি ও জনজাতি মানুষের উপর নৃশংসতা রোধ বিষয়ক এক কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, স্বাধীনতার আগে থেকেই আমাদের দেশের জাতীয় নেতারা চিন্তা করেছিলেন স্বাধীন দেশকে হিংসামুক্ত, কলুষমুক্ত, অস্পৃশ্যতামুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযান চলছে। তিনি বলেন, এই আইনের মূল বিষয় হচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পড়া লোকদের সমান অধিকার দেওয়া। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস এই আইন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়ার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। বিভিন্ন ব্লক থেকে মোট ৫টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মান্দাই ব্লক থেকে আগত তিপ্রাসা হুকুমু বদল। প্রসঙ্গত এই দলটি আগামী জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তাছাড়া অনুষ্ঠানে দর্শকাসনে উপস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি উন্মুক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন মঞ্জু দাস। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া বিএসি'র চেয়ারম্যান শুভমনি দেববর্মা।

পানিসাগর মহকুমাভিত্তিক ককবরক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল পানিসাগর মহকুমাভিত্তিক ককবরক দিবস উদযাপিত হয়। পানিসাগর মহকুমা প্রশাসন ও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে দামছড়া কমিউনিটি হলে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন দামছড়া বিএসি-র চেয়ারম্যান উপেন্দ্র রিয়াং। আলোচনা সভায় ককবরক দিবস উদযাপনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন দামছড়া বিএসি-র চেয়ারম্যান উপেন্দ্র রিয়াং, মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক প্রদীপ দেববর্মা ও বিদ্যালয় পরিদর্শক দিলীপ দেববর্মা। আলোচনা সভার পর অনুষ্ঠিত হয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সাংস্ক'তিক সংস্থার শিল্পীগণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামছড়া বিএসি-র ভাইস চেয়ারম্যান দুষন্ত রিয়াং ও শিক্ষক মলেন্দ্র রিয়াং। অনুষ্ঠান শুরুর আগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি দামছড়া এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।

ধর্মনগরে জেলাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা গতকাল ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উত্তর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। মহকুমা ভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী তিনটি দল লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। জেলাভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় কাঞ্চনপুর মহকুমার হজাগিরি লোকনৃত্যের দল প্রথম স্থান লাভ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছে যথাক্রমে পানিসাগর ও ধর্মনগর মহকুমার শিল্পীগণ। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবী মলিনা দেবনাথ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উত্তর ত্রিপুরা জেলার আধিকারিক চন্দর সরকার সহ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কল্যাণ আধিকারিক হেমন্ত দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দীপাল দাস।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কোভিড-১৯ টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় গত ১৮ জানুয়ারি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচিতে ২১৯ জনকে কোভিশিল্ড টিকা দেওয়া হয়। জেলার ৫টি টিকা কেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা দেওয়া হয়। জেলার বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতাল, মনুবাজার সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাব্রম মহকুমা হাসপাতাল, মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বীরচন্দ্রমনু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকা দেওয়া হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আইনি সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। জাতীয় মহিলা কমিশনের আর্থিক সহায়তায় ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আগামীকাল খোয়াই জেলার হাচুকনি খরাং কমিউনিটি হলে আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, কমিশনের চেয়ারপার্সন, কমিশনের সদস্যা ডালিয়া সিংহ ও অন্যান্য সমাজকর্মীগণ। তাছাড়া ২২ জানুয়ারি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার কমিউনিটি হল ও শান্তিরবাজার পিডব্লিউডি ডাকবাংলোয় অনুরূপ সচেতনতা শিবির ও বিশেষ কাউন্সিলিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এই দুটি শিবিরেও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, সদস্যা ডালিয়া সিংহ এবং কমিশনের পরামর্শদাতাগণ উপস্থিত থাকবেন। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সাব্রুম নগর এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। সাব্রুম নগর এলাকার পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।